চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 July, 2020 ■ আগরতলা, ১৩ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ২৮ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিস্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

করোনা ঃ রবিবার সেনিটাইজ করা হয় জিবিপি হাসপাতাল।

ভারতে একদিনে করোনা আক্রান্ত ২৮৬৩৭

রাজ্যে ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে করোনা, আক্রান্ত আরও ১০৫ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। রাজ্যে ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে করোনা। নতুন করে আরও ১০৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে একথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, এদিন ১৮৫৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ১০৫ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আক্রান্ত ১০৫ জনের মধ্যে পশ্চিম জেলায় ৩৭ জন, গোমতী জেলায় ২৯ জন, সিপাহীজলা জেলায় ১৮ জন, দক্ষিণ জেলায় ৭ জন, উত্তর জেলায় ৫ জন, ধলাই জেলায় ৫ জন এবং ঊণকোটি ৪ জন।

হঠাৎ করে করোনা গ্রাফ বৃদ্ধি পাওয়ায় জনমনে রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় কন্টেইমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকা থেকে দুই কিলোমিটার ব্যসার্ধে রাত্রীকালীন কার্ফু আরও কঠোর করা হয়েছে। এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শনিবার এক অনুষ্ঠানে রাজ্যে কয়েকদিনের জন্য লকডাউন দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে, কবে থেকে এই লকডাউন হবে এই ব্যাপারে প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি।

একাধিক পদক্ষেপ কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি তরফ থেকে নেওয়া সত্ত্বেও গোটা ভারতজুড়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ২৮৬৩৭ জন। নিহত ৫৫১। ফলে গোটা দেশজুড়ে সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৪৯৫৫৩। রবিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে দেশে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২৯২২৫৮। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৫৩৪৬২১। দেশজুড়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২৬৭৪ জন। করোনায় সবথেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪৬৬০০। সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৯৯৪৯৯।সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৩৬৯৫৮। নিহত ১০১১৬।মহারাষ্ট্রের পরেই রয়েছে তামিলনাড়ু।সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৪২২৬।সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৪৬৪১৩।সুস্থ হয়ে উঠেছে ৮৫৯১৫।মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮৯৮।

এদিকে, করোনার বিরুদ্ধে ভারত যেভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, তা গোটা বিশ্ব প্রশংসা করছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। হরিয়ানার কাদারপুর গ্রামে সিআরপিএফের প্রশিক্ষণকেন্দ্রে সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স এর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর প্রাক্কালে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জনবহুল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জোলাইবাড়ি ও তেলিয়ামুড়ায় দুই যুবকের ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ তেলিয়ামুড়া, ১২ জুলাই।। পৃথক স্থানে দুই যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। একটি ঘটনা তেলিয়ামুড়ায় এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে জোলাইবাড়ীতে। দুটি ঘটনারই পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

গলায় ফাঁস লাগিয়ে নিজ ঘরেই আত্মহত্যা করলো ১২ বছরের এক যুবক। তবে কি এটা আত্মহত্যা না কারোর প্ররোচনায় ভয়ে আতঙ্কে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল সেই যুবক প্রশ্ন উঠছে গোটা এলাকায়। তাদের পরিবারের লোক অভিযোগ করে জানায় এলাকার কারোর সাথে নাকি কোন একটি বিষয় নিয়ে ঝামেলা চলছিল। বারবার হুমকি ও আসছিল। তার জন্যই কি সে আত্মহত্যা না অন্য কোন কারণ? তা পুলিশী তদন্তের বের হয়ে আসবে মূল রহস্য। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন তুইসিন্দাই এলাকায়।

ঘটনায় জানা যায়, ওই এলাকার মৃত রঞ্জন নন্দীর ছেলে জন নন্দীর গতকাল সাড়ে চারটার দিকে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় তার পরিবারের লোক। খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায়। প্রায় সাতটা নাগাদ পুলিশ বাহিনী ঘটনা স্থল থেকে দেহটি উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় ময়না তদন্তের জন্য। আজ সকালে ময়না তদন্ত শেষে পরিবারের হাতে মৃত দেহ তুলে দেওয়া হয়। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া গোটা এলাকায়।

তাদের পরিবারের লোক অভিযোগ করে বলে এলাকার কে বা কারা কয়েকদিন যাবত তার সাথে ঝামেলায় জরিয়ে ছিল। তাকে নাকি বাড়ি থেকে না বের হওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়। গত দুদিন সে ঘরেই ছিল একা একা। আর গতকাল বিকালে কোন এক সময় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় একটি খুনের ঘটনার জেরে আতঙ্কে এলাকা ছেড়ে যাচ্ছেন প্রতিবেশীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১২ জুলাই।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকমার মুসলিম পাড়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনার পর থেকে ওই এলাকায় বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনরা চরম নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছেন।হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর থেকে ওই এলাকায় নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ। স্বাভাবিক কারণেই ওই এলাকায় বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন আতঙ্কে এলাকা ছেড়ে পালাতে শুরু করেছেন।

গন্ডাছড়া মুসলিম পাড়ায় মোট ১৩ টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বসবাস। হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত তিনটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিবার এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। এখনো যারা এলাকায় বসবাস করছেন তারাও তল্পিতল্পা গুটিয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। স্থানীয় প্রশাসন সবকিছু জেনেশুনে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

ফলে মুসলিম পাড়ায় বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন রা অসহায় হয়ে পড়েছেন।তারা তাদের জীবন জীবিকা নিয়ে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।অবিলম্বে গন্ডাছড়া মুসলিম পাড়ায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে ওই এলাকাটি জনমানবশন্য হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ঋণের কিস্তির টাকা দিতে ব্যর্থ হয়ে বাড়ি ছাড়লেন গ্রাহক, সংস্থার কর্মীদের লুটপাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। কুমারঘাট এর ইন্ডস্ট্রি পাড়ায় মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানির কান্ড ঘিরে এলাকার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে কুমারঘাট ইন্ড্রাস্ট্রি পাড়ার পিযুষ দেবনাথ নামে এক ব্যক্তি একটি মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানি থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ওই মাইক্রোফাইন্যান্স কোম্পানির কথামতো পাঁচটি কিস্তির টাকা মিটিয়ে দিয়েছেন।তারপর করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে লকডাউন ঘোষণা করায় ওই ব্যক্তি কর্মহীন হয়ে পড়েন।

ফলে ওই মাইক্রোফাইন্যান্স কম্পানির বকেয়া টাকা কিস্তি মত মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানির চাপে পড়ে ওই ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যান। বাড়িতে বৃদ্ধা মা স্ত্রী এবং সন্তান রয়েছে।বাড়িতে এসে মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানির লোকজনরা ঋণ গ্রহীতাকে না পেয়ে পরিবারের লোকজনদের উপর টাকা ফেরত দেবার জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু পরিবারের লোকজনদের পক্ষে টাকা মিটিয়ে দেওয়া কোনভাবেই সম্ভব হচ্ছিল না। মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানির লোকজনরা ওই পরিবারের নাবালক শিশুদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছে বলে অভিযোগ। তাণ্ডবের এখানেই শেষ নয়। ঋণগ্রহীতা পীযূষ দেবনাথকে বাড়িতে না পেয়ে তার মার অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢুকে আলমারি ভেঙ্গে নগদ সাড়ে ১২ হাজার টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

এ ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।লকডাউন পরিস্থিতিতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কিস্তির টাকা মিটিয়ে না দিলেও কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিল।অথচ মাইক্রোফাইন্যান্স কোম্পানিটি কিস্তির টাকা মিটিয়ে না দেওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে না পেয়ে তার মায়ের ঘর থেকে টাকা পয়সা জোর করে ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। এ ধরনের তাণ্ডবের সঙ্গে জড়িত মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানি লোকজনদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য স্থানীয় জনগণ জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা আসাম সীমান্তে ১০ লক্ষাধিক টাকার গাছের লগসহ লরি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। ত্রিপুরা আসাম সীমান্তে ১০লক্ষাধিক টাকার সেগুন গাছের লগসহ একটি লরি আটক করেছে পুলিশ। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে এইসব মূল্যবান গাছের লগ পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল। সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছে পুলিশ ও বনদপ্তর এর কর্মীরা। এ ব্যাপারে বন আইনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য প্রায়ই পুলিশ এবং কোন দপ্তরের কর্মীদের চোখে ধুলো দিয়ে নানা কৌশলে বনদস্যুরা বনজ সম্পদ পাচার করে চলেছে। বনদস্যুদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার ফলে লগ বুঝাই লরিটি আটক করা সম্ভব হয়েছে। সরকার ও বনদপ্তর বনজ সম্পদকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও বনদস্যুরা সেইসব পদক্ষেপকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বনজ সম্পদ ধ্বংস করে পাচার অব্যাহত রেখেছে। সংবাদসূত্রে আরও জানা গেছে এই সব বনজসম্পদ প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশেও পাচার করছে বনদস্যুরা। ক্রমাগত বনজ সম্পদ ধ্বংসের ফলে পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে বনদস্যুদের হাত থেকে বনজ সম্পদকে রক্ষা করতে সরকার এবং বনদপ্তরকে আরো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বনজ সম্পদ রক্ষার জন্য বনমহোৎসব পালন করে সরকারি কোষাগার থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করলেই চলবে না, এ বিষয়ে জনগণকে আরো সচেতন করতে হবে। পাশাপাশি বনদপ্তরকেও আরও কঠোর মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।

নরসিংগড় মানসিক হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেল রোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। নরসিংগড়স্থিত মর্ডান সাইক্রিয়াটিক হাসপাতাল থেকে এক রোগী পালিয়ে গেছে। শনিবার রাতে বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেছে চিকিৎসাধীন এক রোগী। পালিয়ে যাওয়া মানসিক রোগির নাম মিঠুন গোপ। তার বাড়ি উদয়পুরের বাগমা এলাকায়। গত ২৪ জুন তাকে সাইক্রিয়াটিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। হাসপাতালের কর্তব্যরত বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মীদের দায়িত্ব নিয়েও নানা প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। নিরাপত্তাকর্মী এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা সচেতন থাকলে এভাবে মানসিক হাসপাতাল থেকে কোনদিনই রোগি পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের কর্তব্যে গাফিলতির কারণেই এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। সাইক্রিয়াটিক হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যাওয়া রোগীর এখনো পর্যন্ত কোনো সন্ধান মিলেনি। স্বাভাবিক কারণেই সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বেড়েছে। সাইক্রিয়াটিক হাসপাতাল থেকে রোগী পালিয়ে যাওয়ার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৮ জুলাই আসছে ছোট জাহাজ প্রস্তুতি সরেজমিনে দেখলেন এসডিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। আগামী১৮ জুলাই সোনামুড়া পৌঁছবে ছোট জাহাজ। এ জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। রবিবার সোনামুড়া মহকুমা শাসক প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে সোনামুড়া নৌবন্দর পরিদর্শন করেছেন।বর্তমানে সুনামুরা নৌবন্দরে চলেছে যাবতীয় প্রস্তুতির কাজ। মহকুমা প্রশাসক যাবতীয় প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছেন। প্রশাসনিক প্রস্তুতিতে যেসব ঘাটতি রয়েছে সেগুলো খতিয়ে দেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিচ্ছেন মহকুমা শাসক।

উল্লেখ্য যাবতীয় জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আগামী ১৮ জুলাই সোনামুড়া নৌবন্দরের করবে বাংলাদেশ থেকে আসা জাহাজ।সোনামুড়া নৌবন্দরে গোমতী নদীতে জাহাজ অবতরণ করবে তা বহুদিন ধরেই স্বপ্ন ছিল। সে স্বপ্ন বর্তমানে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। সোনামুড়া এসডিএম জানান বাংলাদেশের পদ্মা মেঘনার বুক চিরে গতিতে আসছে নৌজাহাজ। আকারে খানিকটা ছোট হলেও স্বপ্ন পূরণ করে ত্রিপুরার মাটিতে নোঙ্গর করবে জাহাজটি।এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে মুখ্যমন্ত্রীর সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সেখানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। সেজন্যই প্রশাসনের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি সেরে নেওয়া হচ্ছে।

ত্রিপুরার সঙ্গে নৌ বন্দরের যোগাযোগ স্থাপিত হলে অতি সহজেই নৌপথে ত্রিপুরায় বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিম গকুলনগরে ফাঁদ পেতে চিতাবাঘ ধরলেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ জুলাই।। রবিবার সকালে বিশালগড়ের পশ্চিম গোকুলনগর এলাকার জঙ্গল থেকে চিতাবাঘ আটক করতে সক্ষম হয়েছেন এলাকাবাসী। ফাঁদ পেতে এই চিতা বাঘটি আটক করা হয়। চিতাবাঘ আটক করার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। চিতাবাঘকে দেখতে কৌতুহলী জনগণের ভিড় জমে ওই এলাকায়। খবর পাঠানো হয় বড় দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছে।

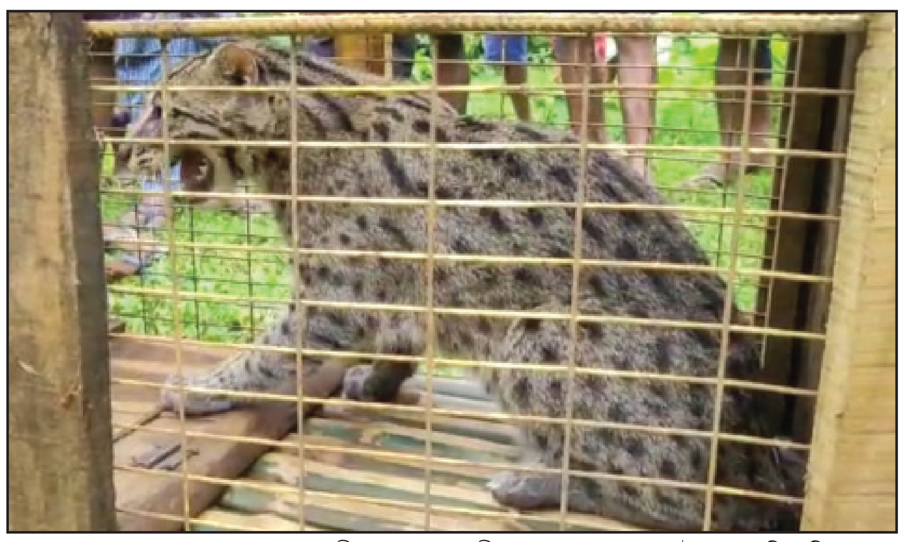

চিতাবাঘ আটক করার সংবাদপএ বড় দপ্তরের কর্মকর্তারা গোকুলনগর এলাকায় ছুটে আসেন। অবশেষে আটক করা চিতাবাঘ বনদপ্তর এর কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এটিকে সিপাহিজলা অভয়ারণ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য গত কিছুদিন আগেও ওই এলাকায় দুটি চিতাবাঘ দেখতে পান স্থানীয় জনগণ। স্থানীয় মানুষের তারাকে চিতাবাঘ গুলি জঙ্গলের তার ঢাকা দিয়েছিল। এলাকার জঙ্গলেই বেশ কিছুদিন ধরে চিতাবাঘ চিতা শাবক অবস্থান করছিল। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গেইট খুলে দিল বিএসএফ, স্বস্তি মতিনগর সীমান্তের বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। অবশেষে মতিনগর আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হল। ডুকলি ব্লকের চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপে অবশেষে বিএসএফ ৯৮নম্বর কাঁটাতারের গেট খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তে উপনীত হল।

উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে লকডাউন ঘোষণার পর থেকে মতিনগর সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকরা এপারে আসতে পারছিল না। বিএসএফ ৯৮ নম্বর গেটটি বন্ধ করে দিয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে অবস্থানকারী ভারতীয় নাগরিকরা জরুরি প্রয়োজনে, চিকিৎসার প্রয়োজনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ২৭০ ◻ ১৩ জুলাই ২০২০ ইং ◻ ২৮ আষাঢ় ◻ সোমবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

জোটধর্ম ও নৈতিকতা

চাপের রাজনীতিতে আই পি এফ টি যে তুখোর তাহার প্রমান তেমন আছে মনে হয় না। বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ত্রিপুরায় ছুটিয়া আসিয়া ছোট শরিক দলকে কতখানি বাগে আনিতে পারিয়াছেন তাহাও বলা মুশকিল। আই পি এফ টি-র জিয়ন কাঠি মরণ কাঠি হইতেছে পাহাড়। অর্থাৎ এ ডি সি এলাকায় তাহাদের বাহুবল, রাজনীতির শক্তি সবটাই এই পাহাড় ঘিরিয়া। সেখানে বিজেপিও মাটি ছাড়িতে প্রস্তুত নহে। বিজেপি সারা রাজ্যে একক সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। ইহাও সন্দেহ নাই যে বিজেপি বিনা যুদ্ধে এডিসি ছাড়িয়া দিবে না। আর এ জন্যই গ্রাম পাহাড়ে প্রতিনিয়ত বিজেপি-আই পি এফ টি-র সংঘাত রাজনীতির পরিমণ্ডলকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। রাম মাধব সেই ক্ষতে কতখানি প্রলেপ দিতে পারিয়াছেন তাহা নিয়াও ভাবনা চিন্তার অবকাশ আছে বৈকি। ২০১৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনে পাহাড় নিয়া শংকিত বিজেপি অনেক খানি কৌশলের আশ্রয় নিয়া আই পি এফ টি-র সাথে জোট করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেই নির্বাচনে বিজেপি-কে রাজ্যের মানুষ প্রাণ খুলিয়া ভোট দিয়াছে। সিপিএম হটাইবার লক্ষ্যে তখন যে জোট গঠিত হইয়াছিল, ভোট ফল প্রকাশের পর তাহার প্রাসঙ্গিকতা যেন হারাইয়া যায়। কারণ, বিজেপি রাজ্য বিধানসভায় একক গরিষ্ঠতা লাভ করায় রাজনীতির গতিপথ অন্য মোড় নেয়। আই পি এফ টি সেখানে চাপের রাজনীতি করিতে না পারায় কোনঠাসা হইয়া পরে। এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে, ১৯৮৮ সালে কংগ্রেস-যুব সমিতি জোট সরকার প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল। তখনো সিপিএম-কে হটাইয়া জোট প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্ত কংগ্রেসের ভাগ্য মন্দ, প্রতিনিয়ত জোট শরিক যুব সমিতির মনতুষ্টি করিয়া চলিতে হইত। পান হইতে চুন খসিলেই যুব সমিতি সরকার ফেলিবার হুমকি জারি করিয়া বসিত। আই পি এফ টি - যুব সমিতি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। চরিত্রগত দিক দিয়া সামান্য ফারাক থাকিলেও মৌলিক লক্ষ্য তাহাদের ইহাই যে সর্বভারতীয় দলের সঙ্গে সখ্যতা করিয়া চাপের রাজনীতিতে ক্ষমতা ভোগ করা। সেখানে নীতি আদর্শের কোন বন্ধন নাই, ক্ষমতাই মুখ্য। আজকে বিজেপি-আই পি এফ টির সখ্যতা সেই একই খাতে প্রবাহিত।

আই পি এফ টি এখন পৃথক রাজ্যের দাবি হইতে সরিয়া আসে নাই। বিজেপিকে সেই দাবিকে পরোক্ষে হজম করিতে হইতেছে। যে দল পৃথক রাজ্য চায় সেই দলের সাথে জোটবদ্ধতায় নৈতিক অনুমোদন থাকিতে পারে না। আই পি এফ টি নেতারা ভাল করিয়াই জানেন ত্রিপুরার মত রাজ্যকে ভাগ করা অসম্ভব। তবু, তাহারা সাধারণ উপজাতিদের সঙ্গে প্রতারনার রাজনীতি চালাইয়া যাইতেছে। ইহা অপরাধ, গুরুতর রাজনৈতিক অপরাধ। ভারতবর্ষে সংসদীয় রাজনীতিতে যুগে যুগে প্রতারনার রাজনীতি চলিয়া আসিতেছে। নির্বাচনের আগে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে পদদলিত করিতে রাজনৈতিক নেতারা পিছুপা হননা। ইহাই ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থায় সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের। এই দুর্ভাগ্যের হাত ধরিয়াই এই পার্বতী রাজ্যের রাজনীতির আকাশে ঘন অন্ধকারের আনাগুনা লক্ষ্য করা যাইতেছে। এডিসি নির্বাচনে বিজেপি-আই পি এফ টি জোটের প্রশ্নে রাম মাধব জোট ধর্ম পালনের যে আহবান রাখিয়াছেন তাহা কতখানি প্রতিফলন ঘটিবে এই মুহুর্তে বলা মুশকিল। তবে, আই পি এফ টি নেতা মঙ্গল দেববর্মা সংবাদিকদের কাছে ভিন্ন সুরে কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিজেপি এডিসি এলাকায় নির্বাচনী লড়াইয়ে নামিয়া পড়িয়াছে এবং এককভাবে দল সব আসনে প্রার্থী দিবে বলিয়া জানিয়াছেন। ইহাই চাপের রাজনীতি। বিজেপিকে চাপে রাখিয়া আসন বাগাইয়া এডিসিতে একক সাম্রাজ্যের অভিলাসী। জোট সংঘাত সেই কারনেই তীব্রতর। ত্রিপুরার সিংহভাগ এলাকা এডিসি-র অন্তর্ভুক্ত। রিজার্ভ ফরেস্টের পুরোটাই এডিসি-তে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠির জন্য কম আয়তনের জমি নির্ধারণ ভূ-ভারতে সম্ভবত নজিরবিহীন। সিপিএমের মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী উপজাতি মন জয় করিতে সংখ্যা গরিষ্ঠের ভাগ্যকে বিপন্ন করিয়াছেন। এডিসি-র পত্তন উপজাতি জীবনে প্রাণের ছোঁয়া আনে নাই বরং ব্যর্থতার ভুরি ভুরি নজির লক্ষ্য করা গিয়াছে। উপজাতি রাজনীতির কারণে ত্রিপুরার ভাগ্য বারবার বিড়ম্বিত হইয়াছে। সেই রক্তাক্ত দিনগুলির কথা মানুষ ভুলিয়া যায় নাই। এক সময় উগ্রপন্থীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র ছিল ত্রিপুরা। খুন, হামলা, অপহরণ, গৃহদাহ। সেই অন্ধকার দিনগুলি ত্রিপুরাকে গ্রাস করিয়াছিল। অন্ধকার দিনগুলিতে ত্রিপুরার মানুষ চরম বিপন্ন অবস্থায় দিন কাটাইয়াছে। উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত ব্যক্তির শবদেহ নিয়া শকুনির নৃত্য দেখিয়াছে রাজ্যের মানুষ। সেই অন্ধকার দিনগুলির ইতিহাস কি ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব। আজ রাজ্যের বহু বিড়ম্বিত মানুষ শান্তির ত্রিপুরা চায়। সরল উপজাতিদের নিয়া এরাজ্যে অনেক রাজনীতি হইয়াছে। কিন্ত উপজাতিদের ভাগ্য সেই অন্ধকারেই চটপট করিতেছে। আই পি এফ টি বিজেপি জোট আগামীদিনে খুব একটা সাফল্য আনিবে মনে হয় না। কারণ, আই পি এফ টি-র প্রতারনার রাজনীতি সাধারণ উপজাতি-রা এতদিনে বুঝিয়া গিয়াছেন। বাহুবল দেখাইয়া উৎশৃংখল রাজনীতিতে জনমানসে আস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আই পি এফ টি-র হাতে এডিসি-কে ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থ হল নৈরাজ্যকে আমন্ত্রণ জানানো। আই পি এফ টি বিজেপি জোট দলগত স্বার্থে হয়ত সাফল্য আনিতে পারে। কিন্ত এডিসির স্বার্থে তেমন কার্যকর সাফল্য মিলিবে না। সুতরাং এডিসি-তে বিজেপির একক ভাবে লড়াই করিতে পারিলে তাহা নৈতিকতার জয়কেই সূচিত করিবে।

অর্জুন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেন দুই বাঙালি তাস খেলোয়াড় শিবনাথ - প্রণব

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি.স.) : চলতি বছরের অর্জুন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেন দুই বাঙালি তাস খেলোয়াড় শিবনাথ দে সরকার এবং প্রণব বর্ধন। এই দুই ব্রিজ খেলোয়াড়ের নাম মনোনীত করল ব্রিজ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া। ইতিমধ্যে দুই বাঙালি খেলোয়াড় তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠিয়েছেন।

এশিয়ান গেমসে তাস খেলায় সোনা জিতে চমকে দিয়েছিলেন যাদবপুরের প্রণব বর্ধন এবং সালকিয়ার শিবনাথ দে সরকার ওরফে কাচ্চু সরকার। দুই বাঙালির সোনা জয় তাস খেলা সম্বন্ধে পুরানো ধারণার মূলে আঘাত হেনেছিল। তারপর থেকে খেলাটি সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি বদল হয়েছে। রবিবার সকালে নিজের বাড়িতে বসে শিবনাথ দে সরকার বলছিলেন,'আমরা একটা আন্দোলন শুরু করেছিলাম। এশিয়ান গেমসে সোনা জয় সেই চেষ্টার প্রথম সাফল্য। যেখান থেকে মানুষ বুঝতে পেরেছিল তাস পাশা সর্বনাশা নয়। এই খেলাতেও এশিয়ান গেমসে সোনা জয় সম্ভব তা দেখেছে ভারতবাসী। এই খেলা খেলে অর্জুন সম্মান পাওয়া যেতে পারে সেটাও দেখতে পারে মানুষ । এটাই তৃপ্তি ।' একই সঙ্গে তিনি যোগ করলেন ' মানসিকতার বদল হতে দেখে ভালো লাগছে। নিজের কাছে এটা কত বড় তৃপ্তি, তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়।'

প্রয়াত 'হিন্দু সংহতি'-এর প্রতিষ্ঠাতা তপন ঘোষ, আক্রান্ত ছিলেন করোনায়

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি. স.) : করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন 'হিন্দু সংহতি'-র প্রতিষ্ঠাতা তপন ঘোষ। রবিবার ই এম বাইপাসের ধারে মেডিকা নার্সিংহোমে তিনি মারা যান।

সপ্তাহ ২ আগে তাঁর করোনা ধরা পড়ে। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস ছিল তাঁর। বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। অকৃতদার ছিলেন রবিবার রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ মেডিকা নার্সিংহোমেই মারা যান তিনি। আজ বেশি রাত পর্যন্ত তাঁর দেহ হাসপাতালেই ছিল। করোনায় মৃত্যুর কারণে বন্ধু ও স্বজনরা তাঁকে শেষ দেখার সুযোগ পাননি। তাঁর দুই বোন আছেন।

করোনার দিনগুলোতে ঘরে বসে পড়া

ঝন্টু বাড়ইক

বিশ্বের এক-পঞ্চামাংশ মানুষ এখন ঘরবন্দি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গত এক শতকে মনুষ্য সভ্যতার এত বড় বিপর্যয় আর দেখা যায়নি। প্রায় ২০০টি দেশে কোথাও আংশিক ও কোথাও পুরোপুরিভাবে ৩০০ কোটির দৈনন্দিন জীবন-জীবীকা আজ সম্পূর্ণ স্তব্ধ। বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বহুদিন বন্ধ রয়েছে। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর তথ্য বলছে এই মুহূর্তে লকডাউনের কারণে বিশ্বে দেড়শো কোটি শিশু স্কুল আঙিনায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে আমাদের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় তথা সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রয়েছে কয়েক কোটি শিক্ষার্থী। ইউনিসেফ ৭৩টি দেশের শিক্ষামন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কিভাবে এই শিশুদের অপ্রচলিত অনলাইন বা ডিজিটাল মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন পাঠদান সম্ভব হয় সেই বিষয়ে মতামত চেয়েছেন।

এই অবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তিসহ অন্যান্য উপায়ে দেশ-বিদেশে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান 'লার্ন ফর্ম হোম' ব্যবস্থা শুরু করেছে। উন্নত দেশগুলিতে সেক্ষেত্রে ঘরে বসে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও বাদ যাচ্ছে আমাদের মতো দুর্বল শিক্ষা পরিকাঠামোযুক্ত দেশগুলিতে। যেখানে, কিছু বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সীমিত পরিসরে বিভিন্ন কার্যক্রম চললেও, সিংহভাগের সরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা অথৈজলে। অথচ,বিশ্বায়িত চালচিত্রে আজ আমাদের একটা বড় অংশের কাছে টেলিভিশন, ফেসবুক, হোয়াটঅ্যাপ, ইউটিউব, অনলাই, আপলোড ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ জীবনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান পরিণত হয়েছে। প্রয়োজন এই সহজলভ্য (অন্তত একটা অংশের) আধুনিক পরিষেবাগুলিকে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সুচারু রূপে ব্যবহার করা। এক্ষেত্রে শিক্ষক হিসেবে আমাদেরও বহু কিছু করণীয়। রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের দায়িত্বের পাশাপত্রাশি একজন শিক্ষকের দায়িত্ব ও অপরিসীম। কারণ, একজন শিক্ষক হিসেবে আমরা দায়িত্ব শুধু শ্রেমিকক্ষে ক্লাস পরিচালনা করা আর সেমিস্টারের খাতা দেখার মধ্যে সীমায়িত নয়। সে কোনও পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো । শিক্ষার্থীদের পাঠদান নিয়ে ভাবা এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ। উদ্দেশ্য একটাই দেশের কোটি কোটি শিক্ষার্থীকে গৃহবন্দি দশায় এক অনিশ্চয়তাজনিক মানসিক চাপ থেকে মুক্ত করে একোডেমি কাজে নিয়োজিত রাখা। তা সে সাধারণ পাঠক্রম থেকে শুরু করে সহ পাঠক্রমিক বিষয় যথা, নাচ-গান-জিম০এর শরীর চর্চা, সাঁতার কাটার সময়ে শরীরের বিভিন্ন চাল-চলন কিংবা ডাক্তার বা মনোবিদের পরামর্শ সবটাই।

ইতিমধ্যে, মার্চের প্রথম সপ্তাহে থেকে দেশে অধিকাংশ সর্বভারতীয় পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে। সেগুলি সম্পূর্ণ হয়েছে তাদের ফলাফল কবে প্রকাশিত হবে তা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। সংক্রমণ পরিস্থিতির উন্নতি না হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কবে নাগাদ খোলা হবে তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারছে না। এই অবস্থায় কী হবে প্রাইমারি থেকে উচ্চশিক্ষার অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের? সব স্তর মিলিয়ে দেশে প্রায় কয়েক কোটি শিক্ষার্থী রয়েছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে তাদের মূলবান কোটি কোটি ঘণ্টা কি আমরা এমনিতেই নষ্ট হতে দেব? দেওয়া কি উচিত হবে?

উন্নত দেশগুলিতে বিশেষ প্রযুক্তি বা শিক্ষাপ্রদানে উচ্চ প্রযুক্তির প্রয়োগের সুব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে, অনলাইনে প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন ধরনের পড়াশোনার সরকারি ও বেসরকারি সুযোগ।কিন্তু আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেক নামীদামি আর কপিরাইটেড সফটওয়্যার প্রযুক্তির সার্বিকভাবে ব্যবহার অসম্ভব। ফলে সে দিকে না তাকিয়ে আমাদের উচিত হবে হাতের নাগালে থাক প্রযুক্তিগুলো কীভাবে পড়াশোনার কাজ খুব ভালোভাবে প্রয়োদ করা যায়, তার ব্যবস্থা করা। এগুলো ছাড়াও স্কুলকলেজের বাইরে, ঘরে বসে শিক্ষা দেওয়ার আর নেওয়ার কিছু সহজ পদ্ধতি আর কৌশল নিয়ে ভাবা যেতে পারে। বিশেষ করে মফস্‌সল আর গ্রামের শিক্ষার্থীদের কথা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভাবতে হবে। এ দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা তো ভিন্ন। 'লান' ফ্রম হোম' উদ্ভুত সমস্যার সমাধানগুলোও তাই ভিন্ন হবে। ইউরোপ, আমেরিকার মতো হবে না। বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা আর পারিপার্শ্বিকতার জন্য থাকতে হবে বিভিন্ন সমাধান। আর এসব সমাধান বের করতে হবে সবাই মিলে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো, শিক্ষার্থীরা, অভিবাবকেরা, আর বিভিন্ন প্রযুক্তিগত পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর, যেমন—ইন্টারনেট আর মোবাইল ফোন সংযোগ সহায়তা কেন্দ্র, এলাকার ইন্টারনেট সরবরাহকারী, রাজ্য কেন্দ্রয় স্তরে সরকারি তথ্যসেবা/ তথ্যমিত্র কেন্দ্র, গ্রামীণ ওয়্যালরেস ব্যবস্থা,স্যাটেলাইন নির্ভর চ্যালেন আর এফএম রেডিও স্টেশন ইত্যাদির সমন্বয় প্রয়োজন।

আমাদের তথ্যপ্রযুক্তির এখন অনেকটাই সুদৃঢ়। ইন্টারনেট-ফোন ব্যবহারের খরচের দিকটা ন্যূনতম হলে, যেকোনও অনলাইন শিক্ষার পরিকল্পনা সর্বত্রই অনেকাংশে সমাধান সম্ভব। অনলাইনে লাইভ স্ট্রিমিং, বিডিও চ্যাটিং- এর মাধ্যমে। তবে, লেকটার দিতে গেলে যেসব সময় লাইভ ব্রডকাস্ট করতে হবে এমন ধারণাও সমবসয় ঠিক নয়। আগে থেকে রেকর্ড করা লেকচারেও কাড চালিয়ে নেওয়া যায়। আর ক্লাস চলাকালীন বা এরপর ছাত্রছাত্রীদের হাজারটা প্রশ্ন থাকতেই পারে, সেটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে একজন শিক্ষক কীভাবে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন লাইভ থাকা আবস্থায় অথবা যখন তিনি আগে থেকে রেকর্ড করা ভিডিও চালাচ্ছেন। সেটা তার ব্যাপার। যদিও সমস্যা আরও আছে। শহরাঞ্চলে না হয় ভালো কানেক্টিভিটি ও অন্যান্য প্রযুক্তি অনেকটাই সহজলভ্য। কিন্তু শহর ছেড়ে বের হলে? যেসব জায়গায় শিক্ষক অপ্রতুল বা থাকলেও তাঁদের দ্বারা অনলাইনে পাঠদান কতটা সম্ভব একটা গুরুতর প্রশ্ন থেকে যায়। তাছাড়াও খরচের ব্যাপারটা তো সেখানে একটা বিরাট সমস্যা। বিভিন্ন পর্যায়ে এসবসমস্যার গ্রহণযোগ্য উত্তর খুঁজতে হবে। স্কুলস্তরে সবার মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা ততটা নাও থাকতে পারে। যেখানে, অনেক শিক্ষার্থীর বাড়িতে টেলিভিশন নেই। ইন্টারনেট ব্যবস্থা থেকে অনেক পরিবারের এখনও যোজন দূরে। আর থাকলেও এর পেছনে খরচ একটা বিলাসিতার শামিল। আর শিক্ষকদের সময়' অভিজ্ঞতা' সংযোগ এসবও বড় ফ্যাক্টর হয়ে দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে কমিউন্টি স্তরে সমাধান করা যেতে পারে। যেমন, এলাকার এক বা একাধিক সহজলভ্য সংযোগকে আমরা রিসোর্স হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। ফেসবুকে ক্লাসরুম বানিয়ে। কোর্সভিত্তিক আলাদা আলাদা গ্রুপে লাইভ ক্লাস নিয়ে। সেক্ষেত্রে ফেসবুক প্রতিটা ক্লাসের থাকবে, যার নিয়ন্ত্রণ থাকবে যৌথ, আর নিয়ম করে সেখানে শিক্ষকদের লাইভ ক্লাস দেওয়া হবে। ছাত্রছাত্রীদেরকাছে পেজগুলোর দায়িত্ব দিলে একটা সমন্বয় তৈরি হবে, যেচা খুব দরকার। এছাড়া ভিডিও অ্যাপ টিকটক-এর প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে খেলার ছলে কিছু বোঝানো বা ছোটখাটো অ্যাসাইনমেন্টে করা যেতে পারে। তবে এই ক্লাসগুলোর পড়ানোর সময়ে শিক্ষক ছাত্র আর ছাত্রদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে নিজেদের মধ্যে গঠনমূলক ইন্টারেকশন থাকে।

আবার আগে থেকে রেকর্ড করা ক্লাগুলো আমরা অনলাইন বা অফলাইন, দুভাবেই শেয়ার করতে পারি। যদি ইন্টারনেট সংযোগ দুর্বলহয় তবে মেমোরি কার্ডে ক্লাস বিডিও-অডিওগুলো সেভ করে রাখা যেতে পারে। যেগুলো পরবর্তী সময়ে হাতবদল হতে পারে শিক্ষক আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে। এছাড়াও কিছু পুরোনো ব্যবস্থা যেমন, মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনা নিয়ে বিভিন্ন দৈনিক কাগজে প্রকাশিত বিষয়ভিত্তিক প্রতিবেদন সংগ্রহ। এগুলোর সঙ্গে যদি এখন নিয়মিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসগুলোর ভিডিও, অডিও'র কিউআরকোড (কুইক রেসপন্স কোড) শেয়ারকরা যায়, তাহলে ভালো কনটেন্ট নিয়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ইতিমধ্যে ইংরেজি মাধ্যম ও আঞ্চলিক শিক্ষা দফতর সরকারি ও বেসরকারি চ্যানেল ব্যবহার করে প্রাথমিক /জুনিয়র / উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের ক্লাস শুরু করেছে। খুব ভালো উদ্যোগ। তবে এগুলি মূলত কাজ করবে উদ্‌ঘাত (রেফারেন্স) হিসেবে। তৃণমূলস্তরে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি পরিচিত মুখ (শিক্ষক) না থাকে, যদি স্থানীয় পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সমন্বয় করা না হয়, তাহলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাঠদান রেকর্ড করে দিলেও আখের লাভ হবে না।

আরকমিউনিটি লেভেলে এই কাজে খুব ভালোভাবে সহযোগিতা করতে পারবে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা আমাদের বিভিন্ন গণমাধ্যম (দূরদর্শন) ও রেডিও সেন্টারগুলো। ক্লাস অ্যাসাইনমেন্টের জন্য গুগল ফর্ম, গুগল ডক, গুগল ড্রাইভ ও ইউটিউব ভিডিও'তে পাঠ পরিকল্পনা করা যেতে পারে, প্রয়োজনে ক্লাসের পরেও ভিডিওহুলো দেখা যাবে। শুধু কম্পিউটার নয়, যে কোনও ডিভাইস থেকে শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নিতে পারবে। এই অনিশ্চিত বিপর্যয়ের মধ্যে ইউটিউব হয়ে উঠতে পারে অনলাইন ক্লাসের নোটস বিনিময় ও লাইভ ক্লাসে শিক্ষার্থীদেরসমস্যা জানার মাধ্যম। ঠিক ওই সময়ে ক্লাসে উপস্থিত না থাকতে পারলেও পরে গ্রুপে ভিডিও হিসেবে থেকে যাবে এই লাইভ ক্লাসগুলো। ভিডিও শেয়ারিং ভিত্তিক সবচেয়ে বড় সাইট হচ্ছে ইউটিউব ব্যবহার। নির্ধারিত চ্যানেলে শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক ক্লাসের ভিডিও আপলোড করা হয়। সেই ভিডিওতে প্রাইভেট অপশন চালু করে শুধু নির্ধারিত শিক্ষার্থীদের দেখানো হয়। আবার একেবারে সব ভিডিও প্রিমিয়ার করা যায়। নির্ধারিত মূল্যের মাধ্যমে বিশ্বের নামিদানি শিক্ষকদের ক্লাসগুলো পাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে প্রযুক্তির ব্যবহার, তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে সহজ। এই স্তরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির ধারণা ও ব্যবহার দুটোই বেশি। তাই আজকাল ভার্চুয়ালি ক্লাস একটি জনপ্রিয় ধারণা। বেশ কয়েকটি পদ্ধতিতে ভার্চুয়াল ক্লাস নেওয়ার পদ্ধতি থাকলেও ইউটিউব লাইভ, ফেসবুক লাইভ, গুগল ক্লাসরুম, মাইক্রোসফট টিম, জুম এবং স্কাইপ--- পদ্ধতিগুলির মধ্যে দু-একটির ব্যবহার ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে বহু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেক্ষেত্রে লাইভ ক্লাস করতে হলে গুগলের হ্যাং আউইট/ জুম/ স্কাইপে ব্যবহার করা যায় সহজে (ভিডিও-অডিও)। নিদেনপক্ষে ফেসবুক লাইভ করে সময়ের ক্লাস সময়ে নিয়ে নেওয়া যাবে। যারা লাইভে আসতে পারবে না, তারা পরে সুবিধা অনুযায়ী রেকর্ড করা ভিডিও দেখে নিতে পারে। ভিডিও বা অডিও ফাইলগুলোর সেটিংস এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে বেশি বড় না নয়, তাতে অল্প খরচেই দ্রুত ক্লাস বা আলোচনাগুলো ডাউনলোড করা যাবে। ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপ প্ল্যাটফর্মও বেশ ভালো সমাধান। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি হল গুগল ক্লাসরুম। অনেক শিক্ষকই এখন গুগল ক্লাসরুম পদ্ধতি ব্যবহার করেক্লাস নিচ্ছেন। গুগল স্যুচে নিবন্ধ করে নির্ধারিত কোড দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রবেশ করতে পারবে ওই ক্লাসে। একটি কোর্সে অসংখ্য ক্লাসের পাশাপাশি ২০ জন শিক্ষক তাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন।

অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সময় কোনও অংশ বুঝতে সমস্যা হলে সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সে থাকা শিক্ষার্থী লাইভ প্রশ্ন, অনুপস্থিত শিক্ষার্থীরা পরবর্তী সময়ে কমেন্টের অপশনে আলোচানা করার সুযোগ করে দিচ্ছে । প্রতিটি লেকচারের ওপর নেওয়া ক্লাসগুলো ভিডিও রেকর্ড করে আপলোড করে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে ওই সময় কোনও শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলেও পরে ভিডিও টিউটোরিয়েল ও লেকচার দেখতে পারবে। সেখানে তার কোনও সমস্যা থাকলে কমেন্ট লিখতে পারবে এবং শিক্ষক সেটির উত্তর দিতে পারবেন। একই সঙ্গে পরের দিনের লেকচারগুলো ওয়েবসাইটে দিয়ে দেবেন। ওয়েবসাইট ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিয়মিত লেকচার প্রকাশ করার ব্যবস্থাও আছে। এছাড়াও বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট কিছু লিঙ্ক আছে যেকানে ক্লিক করেই একজন শিক্ষার্থী লেকচারগুলো পড়তে পারবে। এছাড়াও ভারত সরকার ২০১৬-তে 'swayarn' বা'Study webs of Active Learning for young Sapiring Minds' নামক একটি উচ্চাভিলাষী প্রকল্প শুরু করেছে। এটি অনলাইন ব্যবস্থা উন্নয়নে সাহায্যকারী এমন একটি ব্যবস্থা যা শিখন প্রক্রিয়াকে দেশব্যাপী আগ্রহী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ডিজিটাল, অডিও ভিজুয়াল ফর্ম্যাটে সরবরাহ করতে সক্ষম । Maccive open online course (MOOCS) মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর কাছে এক লহমায় পৌঁছনো সম্ভব হয়। এটি ইউজিসি এর ৭৭৫টি কোর্সের সঙ্গে বর্তমানে সরাসরি যুক্ত। যদিও বেসরকারি উদ্যোগে অনলাইন পাঠদানের কার্যক্রম চলছে। কিন্তু আমাদের অসংখ্য সরকারি শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার কি হবে? এ নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা কি কর্তৃপক্ষের আছে? তেমন কিছু লক্ষ্য আপাতত করা যাচ্ছে না। তাহলে অসংখ্য শিক্ষার্থী কি প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার বাইরে থেকে যাবে এই বিপর্যয়ের সময়ে?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

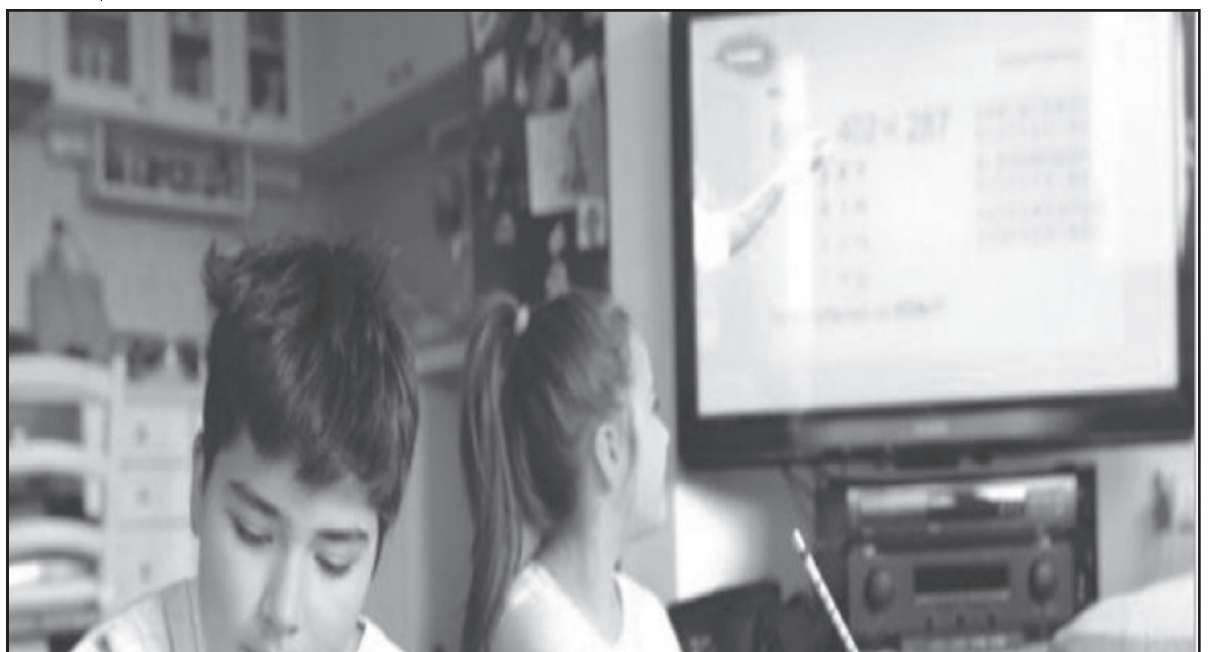

প্রমোদ দাশগুপ্তর নিবন্ধ এবং তেনালি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

গত সপ্তাহে এই কলমের নিবন্ধে বলেছিলাম, সিপিএম গঠিত হওয়ার আগে পরিকল্পিত পার্টির মধ্যে তিনটি গোষ্ঠী সক্রিয় ছিল। অবিভক্ত সিপিআইয়ের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত একটি নিবন্ধে ওই বিষয়ে হাঁড়ির কিছু খবর ফাঁস করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া সিপিআইয়ের বিদ্রোহীদের তেনালি সম্মেলনে প্রমোত জ্যোতি গোষ্ঠীর বিবাদ কোন স্তরে পৌঁছেছিল তারও উল্লেখ ছিল। ওই দুটি বিষয়ে আরও কিছু তথ্য জানাই।

১৩৭৪ সনের (ইংরেজি ১৯৬৭) সাপ্তাহিক দেশহিতৈষী পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রমোদবাবুর নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। সংখ্যাটি বাজারে আসার সময়ে কোন সোরগোল হয়নি। নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল আমার একটি রিপোর্ট যুগান্তর কাগজে বের হয়। তারপর সোরগোল আরম্ভ হয়েছিল। তার জেরে সিপিএমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমরেডরা যুক্তকালীন তৎপরতায় সংখ্যাটি চেঁছেপুঁছে বাজারথেকেতুলে নেয়। সংখ্যাটি কারও হেফাজতে থেকে থাকলে তিনি জানবেন, সেটি সিপিএমের ইতিহাসের একটি অমূল্য উপাদান।

চারুবাবুকে নকশালপন্থীদের প্রধান নেতা বলে প্রমোদবাবু এই নিবন্ধে বর্ণনা করেছিলেন। তার সঙ্গে সুশীলতলবাবুর নামও করেছিলেন। তৃতীয় নামটি ছিল পরিমল দাশগুপ্তর। তিনি অবশ্য চারুবাবু এবং সুশীতলবাবুর সঙ্গে সেষ পর্যন্ত বনিয়ে চলতে পারেননি। প্রমোদবাবুর এই বক্তব্যের ইঙ্গিত ছিল, অতি বাম তথা হঠকারী তথা চিনপন্থীদের মধ্যে পত্তনের ঝগড়া বেঁধে গিয়েছিল। সুশীতলবাবুর একটি নিবন্ধে জানা গিয়েছিল নকশালবাড়ির সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে কানু সান্যালের রিপোর্ট এমনকি নকশালবাড়ির আন্দোলন সম্পর্কেও পরিমলবাবুর ভিন্ন মত ছিল।

প্রমোদবাবু লিখেছিলেন, তাদের পার্টি কংগ্রেসের খসড়া কর্মসূচি আলোচনার সময়েই দেখা গিয়েছিল, বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন ঝোঁকের আবির্ভাব ঘটেছে। এইরকম একটি গোষ্ঠীর নাম ছিল, বিপ্লবী পরিষদ। শৈবাল মিত্র, আজিজুল হক সুভাষ বসু (নদিয়া) প্রমুখ এই গোষ্ঠীর সঙ্গে ছিলেন সুশীতলবাবু নিজের গোষ্ঠী নিয়ে চলেছিলেন। তাদের সকলের বিচারে প্রমোদবাবুদের তৈরি ও গৃহীত কর্মসূচি আদৌ বিপ্লবী কর্মসূচি নয়। বরং তা (অবিভক্ত সিপিআইয়ের ধ্যানধারণা ও কাজকর্মের মতো লেখকের টিপ্পনি) সংশোধনবাদী। পার্টি কংগ্রেসের ঠিক পরেই প্রমোদবাবুর টের পেতে থাকেন, এইসব ঝোঁক আর উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। ১৯৬৪ সালের ৫-৮ ডিসেম্বর রাজ্য কমিটির সভায় ওই মতালবম্বীদের বক্তব্য এবং কাজকর্ম সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। বিষয়টি আলোচনার সময়ে সুশীতলবাবু বিরোধিত করেন। তার বক্তব্য ছিল সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পরিবর্তে সর্বত্র কেবল পার্টি বিরোধী ব্যক্তিদের খোঁজ হচ্ছে এবং এভাবে পার্টি সদস্যদেরজঙ্গি মনোভাবকে ভোঁত করে দেওয়া হচ্ছে।

আগেই বলেছি, দেশহিতৈষীর এই বিশেষ সংখ্যাটি তাড়াতাড়ি করে বাজার থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। এখন তার কারণটি জানাই। প্রমোদবাবু পার্টির পলিট ব্যুরোর দসস্য ছিলেন। তার মতো একজন উচ্চতম নেতা স্বাকীর করে নিয়েছিলেন পার্টির মধ্যে ঐক্য ছিল না। তা দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এতো একটি কেলেঙ্কারি হয়ে গিয়েছিল সেটা টের পেয়েই কেলেঙ্কারি চাপা দেওয়ার জন্য পার্টি নেতৃত্বই সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিলেন।

তেলানি শহরে যা ঘটেছিল তা এবার হরে কৃষ্ণ কোঙারের কলমে ফুটিয়ে তোলা যাক। দেশহিতৈশীর ১৯৬৪ সালের ২৪ জুলাই তারিখের সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি তেনালির সভাকে সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট কনভেনশ বলে বর্ণনা করেছিলেন।

কমিউনিস্ট পার্টি সামরিক বাহিনীর ধাঁচে গড়া একটা অসামরিক দল। এমন দলে মুলধারাকে অগ্রাহ্য করা এর বিদ্রোহ করে আলাদা হয়ে যাওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার তবুও প্রমোদবাবু, জ্যোতিবাবু, হরেকৃষ্ণবাবু প্রমুখ তেনালি শহরে পার্টি ভাঙার যজ্ঞে পূর্ণহুতি দিলেন। কেন? ওই নিবন্ধে তার জবাব দিলেন হরেকৃষ্ণবাবু।

এই বিষয়ে অনেক কথা বলা হত। অনেককথা শোনা যেত হরেকৃষ্ণবাবুর বক্তব্যের আগে সেসবের মধ্যে দুটি শোনাই সেগুলির মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক এবং একটির সঙ্গে জাতীয় রাজনীতির সম্পর্ক ছিল। বলা হত, ভারত সহ বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির উপর সোভিয়েত পার্টির প্রভাব খবর করার জন্য চিনের কমিউনিস্ট পার্টি আদাজল খেয়ে লেগেছিল। তারই জেরে প্রমোদবাবুরা সিপিআই থেকে বেরিয়ে আসার প্রেরণা পেয়েছিলেন। সেই জন্যই তাদের প্রমোদবাবুরা এবং তাদের গোষ্ঠীকে পরোতাদের পার্টিকে চিনপন্থী বলা হত।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রবিবার আগরতলায় রোটারি ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হয় একদিনে রক্তদান শিবির। ছবি- নিজস্ব।

দল থেকে 'অবসর' নেওয়ার সিদ্ধান্ত হোজাইয়ের বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেবের

হোজাই (অসম), ১২ জুলাই (হি.স.) : এবার দল থেকে 'অবসর' নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হোজাইয়ের বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেব। রবিবার এখানে জোড়াপুখুরিতে অবস্থিত তাঁর বাড়িতে সাংবাদিকদের ডেকে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন বিধায়ক শিলাদিত্য। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, এখনও তাঁর অবসর গ্রহণ সংবলিত পত্র দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে পাঠাননি। আগামী ১৪ জুলাই এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পাঠাবেন।

তবে তিনি জানান, বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাসকে হোয়াটসঅ্যাপ ম্যাসেজে দল থেকে অবসর সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। আচমকা দল ছাড়া বা অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্তের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ৩০ বছর ধরে বিজেপিতে আছেন। এখন তিনি গুরুত্বহীন। তবে আর রাজনীতি করবেন না বলে নাকি স্থির করেছেন, জানান বিধায়ক। তাঁর ভাষায়, '১৪ জুলাই বিজেপি থেকে পদত্যাগ নয়, অবসর গ্রহণ করব। কেননা, পদত্যাগ করলে কংগ্রেস বা অন্য রাজনৈতিক দলে যোগদান করছি বলে অপপ্রচার চালানো হবে। অবসর নিলে অন্য রাজনৈতিক দলে যোগদান করছি বলে অপপ্রচার চলবে না'। এক জিজ্ঞাসার উত্তরে বিধায়ক বলেন, 'অন্য কোনও দলে যোগদানের প্রশ্নই ওঠে না। অবসর নিলে নবপ্রজন্মের যুবকরা রাজনৈতিক দলে আসবে। এখন আমি একলা চলো নীতি অবলম্বন করেই যাত্রা শুরু করব।'

কারোর নাম না ধরে তিনি বলেন, মূলত কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে জনৈক প্রদেশ নেতার জন্য রাজ্য বিজেপি প্রকৃতার্থে আজ তিন ভাগে বিভক্ত। বিজেপির দখলকৃত হোজাই জেলা পরিষদের সঙ্গে মতবিরোধ এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, তার ফলশ্রুতিতে আজ বিধায়ক শিলাদিত্য দেবকে দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক শিলাদিত্য বিজেপির প্রদেশ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গুরুতর কিছু অভিযোগ খোলাসা করেছেন। বলেন, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বিজেপির জনৈক শক্তিশালী এই নেতা অসমের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর খেয়ালখুশি অনুযায়ী সংগঠন চালাচ্ছেন। বেশ কথা বললে তাঁকে শাস্তি দিতে পারেন, এমন-কি খুনও করাতে পারেন ওই ব্যক্তি। তিরিশ বছর ধরে বিজেপির কার্যকর্তা হিসেবে কাজ করছেন। প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র ছাড়া আরও কোনও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। অথচ ছয়মাস, এক বছর আগে দলে যোগদানকারীদের সাধারণ সম্পাদক / সম্পাদকের মতো পদে বসানো হচ্ছে। পাঁচ বছর, সাত বছর আগে দলে যোগদান করেছেন এমন ব্যক্তি মন্ত্রিত্ব পান।

শিলাদিত্যের অভিযোগ, বিজেপি নীতিভ্রষ্ট হয়েছে, এখন কোনও নীতি বা আদর্শ নেই। তিনি অটলবিহারী বাজপেয়ী, এলকে আডবাণী, প্রমোদ মহাজনের মতো নেতা সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের আদর্শ মেনে দলের কাজ করে আসছেন। তাই বর্তমানের নীতি-আদর্শহীন অসম বিজেপির হয়ে কাজ করার আর ইচ্ছে নেই। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আগামী ১৪ জুলাই দল থেকে অব্যাহতি নেবেন। বিষয়টি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত দাসকে জানিয়েছেন। খেদের সঙ্গে বলেন, গত পাঁচ দিন ধরে রঞ্জিত দাসকে ফোন করছেন, একবারমাত্র ফোন রিসিভ করে বলেছেন পরে কথা বলবেন। আজ পর্যন্ত আর ফোনই করেননি।

বিধায়ক বলেন, অসম বিজেপি এখন বহু নেতার দল। তাই তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্র হোজাইয়ে দলীয় সংগঠন যখন সংকটে পড়ে, তখন কার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলবেন, প্রশ্ন তুলেন তিনি। প্রদেশ বিজেপি নেতৃত্বের কাছ থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি অসহযোগিতা পাচ্ছেন। বিজেপি আর সেই বিজেপি নেই।

হোজাই জেলা পরিষদের সভানেত্রী রমাবালা দেবী বিজেপি দলভুক্ত। কিন্তু উপসভাধিপতি নূর আহমেদ কংগ্রেসি। কংগ্রেসেই জেলা পরিষদ চালাচ্ছে। উপসভাধিপতির বিরুদ্ধে বিজেপি, কংগ্রেসের জেলা পরিষদের সাত পরিষদ পৃথক পৃথক অনাস্থা এনেছেন। কিন্তু বিজেপির প্রদেশ নেতৃত্ব বিদ্যমান পরিষদ বহাল থাকার পক্ষে। এজন্য অসন্তুষ্ট বিধায়ক শিলাদিত্য ১৪ জুলাই অনাস্থা ভোটের দিন বিজেপি থেকে অবসর গ্রহণ করবেন, জানিয়েছেন সাংবাদিক সম্মেলনে।

প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিককালে দলের কতিপয় নেতার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন শিলাদিত্য। তাছাড়া অসমে হিন্দু বাঙালি নির্যাতন, বিশেষ করে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের পক্ষে বহু মন্তব্য করে রাজ্যে শোরগোল বাঁধিয়েছিলেন তিনি। এখানে কেউ কেউ তাঁকে বিতর্কিত বিধায়ক হিসেবেও আখ্যা দিয়েছে।

সোমবার থেকে তিনদিন বন্ধ কাটিগড়ার চৌরঙ্গি ও কালাইন বাজার পরিষেবা ব্যাহত এফআরইউ-এ

কাটিগড়া (অসম), ১২ জুলাই (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার অধীন কাটিগড়ায় যাতে কোভিড সংক্রমণের হারে লাগাম টানা যায় তাই আগামীকাল সোমবার থেকে তিনদিনের জন্য কাটিগড়া চৌরঙ্গি ও কালাইনের বাজার এলাকায় পুরোপুরি লকডাউন জারি করা হয়েছে, রবিবার স্থানীয় সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট মদিরা বেগম এই খবর দিয়েছেন।কালাইন এফআরইউ-এর চিকিৎসক ডা. সুমন ভৌমিক এবং নার্স সহ এখন পর্যন্ত মোট পাঁচ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। তাই হাসপাতালের সকল স্বাস্থ্যকর্মী বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে। ফলে হাসপাতাল খোলা রাখার সরকারি নির্দেশ থাকলেও তা আর কার্যকর হচ্ছে না। কারণ হাসপাতাল পরিচালনার মতো আর কোনও স্বাস্থ্য কর্মী নেই। ফলে বন্ধ হয়ে পড়েছে পরিষেবা। তবে হাসপাতাল বন্ধ বা কোয়ারেন্টাইন জোন ঘোষণা করা হয়নি। কেবল সংক্রমণ প্রতিহত করতে হাসপাতাল চত্বরে প্রবেশে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন কাটিগড়ার সার্কল অফিসার মদিরা বেগম।হাসপাতালের গেটে পুলিশ মোতায়েন করে জনসমাগম প্রতিহত করা হচ্ছে বলে জানান তিনি সার্কল অফিসার বেগম। তবে সার্কল অফিসার হাসপাতালের গেটে পুলিশ মোতায়েন করতে কালাইন পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জকে নির্দেশ দিলেও তাঁর এই নির্দেশকে পাত্তাই দেওয়া হচ্ছে না। স্থানীয়রা জানান, দুপুরের দিকে এক পুলিশ কর্মীকে কিছু সময় দেখা গেলেও দিনভর হাসপাতালের গেটে একটি বাঁশ লাগিয়ে রাখা ছিল। তাই যে কেউ এই বাঁশ ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকতেই পারে।

তাঁদের কথায়, দিন কয়েকের জন্য হলেও হাসপাতাল বন্ধ রাখার প্রয়োজন ছিল। শিলঙের নেইগ্রিমস-এর মতো অন্যতম প্রথমসারির সরকারি হাসপাতাল যখন বন্ধ হতে পারে তবে কালাইন এফআরইউ নয় কেন, প্রশ্ন স্থানীয়দের।

এদিকে শনিবার প্রকাশিত কোভিড রিপোর্টে কালাইন এফআরইউ-এর ইনচার্জ ডা. সুমন ভৌমিক ও এক স্বাস্য সেবিকা স্মৃতিরেখা পাল পজিটিভ আসার পর ইতিমধ্যে সমগ্র কাটিগড়ায় মোট পজিটিভের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০। এঁদের মধ্যে কাটিগড়া চৌরঙ্গিতে অবস্থিত এসএসবি জওয়ানই হলেন ৩৫ জন। প্রথম ধাপে একজন। এর পর ১৩ জন এবং সর্বশেষ ১০ জুলাইয়ের রিপোর্টে ২১ জন। তাছাড়া তিনজন নার্স, একজন চিকিৎসক ও একজন নার্সের স্বামী নিয়ে সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০-এ। ফলে আতঙ্কের মাত্রা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এলাকায়।কাটিগড়ায় যাতে সংক্রমণের হারে লাগাম টানা যায় তাই রবিবার স্থানীয় সার্ক অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট মদিরা বেগম জানিয়েছেন, আগামীকাল সোমবার থেকে তিনদিনের জন্য কাটিগড়া চৌরঙ্গি ও কালাইনের বাজার এলাকায় পুরোপুরি লকডাউন জারি করা হয়েছে।এদিকে স্মৃতিরেখা পালের বাড়ি কাতিরাইলের খাঞ্জালা গ্রামে। তাঁর বাড়ির গলিপথ এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আজ সিল করে দেন আশাকর্মী। এলাকার বাসিন্দা রূপক চক্রবর্তী জানান, এই এলাকার ১৪ পরিবারের ৮০ থেকে ৯০ জন সদস্য গৃহবন্দি থাকবেন। নিজেদের সুরক্ষার স্বার্থে হোম কোয়ারেন্টাইনে গিয়েছেন তাঁরা।

নির্দেশিকাই সার, জল সংরক্ষনের বার্তা দিলেও কাঁকসায় সংস্কার না হওয়ায় বন্ধ্যাত্বের পথে প্রাচীন পুকুর

দুর্গাপুর, ১২ জুলাই(হি.স.): নির্দেশিকায় সার। জল সংরক্ষনের বার্তা দিলেও ভরাট পুকুর ফিরল না আগের অবস্থায়। সংস্কারের অভাবে বন্ধ্যাত্বের পথে প্রচীন পুকুর। আগছার জঙ্গলে ভর্তি। টানা বৃষ্টিতেও ভরল না পুকুর। রাজ্যজুড়ে জলসংরক্ষনের ফিরিস্তির মাঝে জলাভুমি সংরক্ষন নিয়ে বড় সড় প্রশ্ন উঠল। একই সঙ্গে প্রশাসনের ভুমিকাতেও ক্ষোভ চড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে। এমনই নজিরবীহিন জলাভুমির শিকার কাঁকসা ব্লকজুড়ে।

কাঁকসা ব্লকের পানাগড় এলাকায় এখনও পর্যন্ত ১০ টিরও বেশী পুকুর ভরাটের অভিযোগ রয়েছে। গত ২০১৭ সালে প্রথম অভিযোগ ওঠে রামচন্দ্র দীঘি। তার বুক চিরে পানাগড়-মোরগ্রাম সড়ক চলে যাওয়ায় দুপাশেই রয়েছল দীঘিটি। প্রায় ১.৩৩ একর ওই বহু প্রাচীন ওই পুকরের মৌজা প্রয়াগপুর, জেএল নং ৮৮, দাগ নং -১। বর্ষায় আশপাশের পানাগড় গ্রাম, পাঠানপাড়া সহ একাধিক এলাকার জল ওই পুকুরে নিকাশী হয়। ওই পুকুরের জলে বাসিন্দারা নানান কাজকর্মে ব্যাবহার করত। কিন্তু সংস্কার না হওয়ায় আগাছার জঙ্গলে ভর্তি হয়ে গেছে পুকুরটি। ২০১৭ সালে পুকুরটির চারপাশে পাঁচিল তুলে ছাই ভরাটের কাজ শুরু হয়। রাতারাতি ভরাট হতে দেখে আশপাশের বাসিন্দারা বিএলআরও, মৎস্য দফতর, মহকুমা ও জেলাশাসকের নিক অভিযোগ জানায়। ভরাট করার কাজ স্থগিত হলেও এখনও পর্যন্ত পুর্বের অবস্থায় ফেরানো হয়নি। চলতি মরশুমে গরমের শুরু থেকেই নিয়মিত বৃষ্টি হচ্ছে। হাসি ফুটেছে চাষীদের মুখে। প্রান ফিরে পেয়েছে জঙ্গলের গাছ। আবার গ্রীষ্মেও জলাশয়ে জল অটুট থাকায় মৎস্যচাষীদের মুখেও হাসি ফুটছে। তবে আড়াই মাসের বৃষ্টিপাতেও ভরল রামচন্দ্রদীঘি। ১৯৫৫ সালের রাজ্য ভুমি সংস্কার আইন ও ইনল্যান্ড ফিসারী অ্যাক্ট অনুযায়ী পুকুর ভরাট দন্ডনীয় অপরাধ। আর প্রশ্ন এখানেই। সংস্কার না করে বন্ধ্যাত্বের পথে নিয়ে যাচ্ছে পুকুরটিকে।

স্থানীয় পরিবেশ প্রেমী তথা পানাগড় নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রকাশ দাস জানান,' আমরা প্রশাসনের ভুমিকায় বিরক্ত। একদিকে ঢাক ঢোল পিটেয়ে জল সংরক্ষনের বার্তা দিচ্ছে। অথচ বিশাল সব ভরাট হওয়া পুকুর সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেই। রামচন্দ্রদীঘিটি সংস্কার না করায় অগাছায় ভর্তি হয়েছে। তার ওপর এত বৃষ্টির পরও জল ঢোকানো তো দুর অস্ত। উল্টে জল ভর্তি না হয় তার ব্যাবস্থা করা হয়েছে। তবে পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে আন্দোলন জারি থাকবে। প্রয়োজনে গ্রীন ট্রাইবুনালে মামলা করব।'রামচন্দ্রদীঘির মত অবস্থা পানাগড় বাজারে ইমলি তলাব, রানী তলাব। আবার কাঁকসার মাধবমাঠে ১৬ বিঘার একটি দীঘি করে প্রমোটারির অভিযোগ ওঠে। ইতিমধ্যে মাটি ভরাট করে প্লটিং কাজ চলছে জোরকদম। বিজেপির পুর্ব বর্ধমান জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা বলেন,'শাসকদলের মদতে এসব পুকুর ভরাট চলছে। রাজ্য সরকারের জল সংরক্ষনের নাটক করছে। তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আগামীদিনে রাজনৈতিকভাবে আন্দোলনে নামব।' পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সমীর বিশ্বাস জানান,' কোনরকম পুকুর ভরাট রেয়াত করা হবে না। ভরাট পুকুর সংস্কারের বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

এনআরএসে চিকিৎসক রোগী সহ করোনা আক্রান্ত আরও ২০জন

কলকাতা,১২ জুলাই (হি স):করোনা হানা অব্যাহত এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের। আতঙ্কের মাঝেই ফের করোনা থাবা এনআরএস হাসপাতালে। এবার চিকিৎসক ও রোগী মিলিয়ে মোট ২০ জনের শরীরে মিলেছে সংক্রমণ।যত সময় এগোচ্ছে ততই যেন বাড়ছে আতঙ্ক। অদৃশ্য ভাইরাসের চিন্তায় রাতে ঘুম উড়েছে শহরবাসীর। আরে আতঙ্কের মাঝে ফের করোনা হানা এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

হাসপাতাল সূত্রের খবর, এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফের করোনা সংক্রমণ। চিকিৎসক ও রোগী মিলিয়ে ২০ জন করোনা আক্রান্ত এনআরএস হাসপাতালের।

যোরহাটের টিয়ক, জাঁজিমুখে বন্যা, চরম দুর্ভোগে অঞ্চলে, প্রভাবিত শতাধিক বুনো হাতি

যোরহাট (অসম), ১২ জুলাই (হি.স.) : চলতি বছরের তৃতীয় বন্যায় উজান অসমের যোরহাট জেলার টিয়ক এবং পূর্ব যোরহাট রাজস্ব চক্রের অধীনে জাঁজিমুখ অঞ্চল বন্যার জলে প্লাবিত। ব্রহ্মপুত্র নদের বাড়তি জলের স্রোত এসে ইতিমধ্যেই দুটো রাজস্ব চক্রের অধীনে প্রায় ২০ থেকে ২৫টি গ্রামে ঢুকেছে। এদিকে বন্যার তাণ্ডবে অঞ্চলে আটকে পড়েছে শতাধিক বুনো হাতি। বন্যা থেকে বাঁচতে উঁচু জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে একটি হাতির দল। এই পরিস্থিতিতে আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন ওই অঞ্চলের বন্যা দুর্গতরা। বন্যায় নষ্ট হয়েছে জাঁজিমুখে বহু হেক্টর কৃষকদের চাষের জমি। বন্যার জলে ডুবেছে বিস্তীর্ণ এলাকা। ঘর-দুয়ার, স্কুল, নামঘর সমস্তই জলের নীচে। মৃত্যু হয়েছে বহু গৃহপালিত পশুর। ইতিমধ্যেই চর অঞ্চলের বাসিন্দাদের গৃহপালিত পশুগুলোকে নিয়ে বাঁধের ওপর এবং অন্যত্র উঁচু জায়গায় স্থানান্তর করা হয়েছে।

বন্যায় স্তব্ধ হয়েছে গ্রামবাসীদের স্বাভাবিক জীবন। মানুষের পাশাপাশি পশুর খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। বন্যার্তরা প্রশাসনের কাছে পশুদের খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। রাস্তাঘাটে জল জমা হওয়ায় যাতায়াত ব্যবস্থা ব্যহত হয়েছে। নদে জলের স্তর বেড়ে যাওয়ার ফলে জাঁজিমুখ ঘাট থেকে নৌকা চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যেদিকেই তাকানো যায় চারদিকে শুধু কাঁদাঘোলা বন্যার জল।

একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা দেড় হাজার ছাড়াল বঙ্গে

কলকাতা, ১২জুলাই (হি. স): আক্রান্তের নিরিখে ফের রেকর্ড গড়ল রাজ্য। একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়ালো দেড় হাজার। ত্রিশ হাজারে পৌঁছাল রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। সব হিসেবকে পেছনে ফেলে একদিনে আক্রান্ত হলেন ১৫৬০ জন। মৃত্যু হয়েছে ২৬ জনের। এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৬২২ জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১০ হাজার ৫০০ জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০,০১৩জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ১৮, ৫৮১জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯৩২জনের। রাজ্যে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৬১.৯০ শতাংশ। রবিবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা বুলেটিনে।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ৪৫৪টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৬০৮। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৫৩জন্য সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৫৫৪১জন।বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩৫৬৮ জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ৪৯৯জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে।বাকি মৃতদের মধ্যে একজন দার্জিলিং, একজন মুর্শিদাবাদ, দুজন পশ্চিম মেদিনীপুর, দুজন হওড়া, তিনজন উত্তর ২৪ পরগনা ও চারজন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ১১হাজার ৭০৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৬ লাখ ১৭হাজার ৭৯টি। এখন রাজ্যে ৫২টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্ত বাস রয়েছেন ৫হাজার ৭৫২জন। সরকারি একান্ত বাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ১লাখ ৮৯১জন। এখন বাড়িতে একান্তবাসে রয়েছেন ৩০হাজার ৮৩৯জন। হোম কোয়ারেন্টিনে নজর দারি শেষ হয়েছে, ৩লাখ ২৫হাজার ১৮১জনের। এদিকে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সারা রাজ্য জুড়ে ১হাজার ৫৬৪টি ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টিন বানানো হয়েছে। যেখানে রয়েছেন, ৮হাজার ৫১৬জন। এখান থেকে ছাড়া পেয়েছেন ২ লাখ ৬৬হাজার ৫৯৩জন।

জেলে কবি ভারবারা রাওয়ের জন্য মেডিক্যাল পরিষেবার আর্জি পরিবারের

মুম্বই, ১২ জুলাই (হি.স.) : করোনার আবহে ভীমা-কোরেগাঁও মামলায় অভিযুক্ত বিশিষ্ট কবি ভারবারা রাওকে সত্ত্বর মেডিক্যাল পরিষেবার উপলব্ধ করানোর আর্জি জানিয়েছে তাঁর পরিবার। ভারবারা রাওয়ের জীবন সংকটে রয়েছে বলে দাবি করে রবিবার তাঁর পরিবার কেন্দ্র ও মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছে।

রাওয়ের বোনপো এন ভেনুগোপাল রাও বলেন, 'রাষ্ট্র ওঁনাকে হত্যার পরিকল্পনা করছে।ওঁনার ব্রেন ড্যামেজ হচ্ছে ধীরে ধীরে। আমাদের একমাত্র দাবি হল ওঁনাকে মেডিকাল পরিষেবার মধ্যে রাখা নাহলে পরিবারকে ওঁনার খেয়াল রাখার অনুমতি দিক সরকার। আমরা দেখভাল করব। ভারতের সংবিধান সকলকে বাঁচার অধিকার দিয়েছে। ওঁনার জীবন সংকটে রয়েছে। দয়া করে ভারবারা রাওকে জেলে মেরে ফেলবেন না'।

উল্লেখ্য, নভি মুম্বইয়ের তালোজা জেলেবন্দি রয়েছেন তেলুগু সাহিত্যের এই বিশিষ্ট কবি। ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের ভীমা-কোরেগাঁওয়ে দলিত বিজয়দিবস অনুষ্ঠানে বড় গন্ডগোল হয়েছিল। সেই ঝামেলায় জড়িত থাকার অপরাধে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যার চক্রান্ত করার অভিযোগে অভিযুক্ত ৮১ বছর বয়স্ক অধ্যাপক ও কবি ভারাভারা রাও। ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে।এরপর জামিনে মুক্তি পান তিনি,পরে ফের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেফতার হন তিনি। তারপর থেকে জেলেই রয়েছেন ভারবারা রাও। করোনা পরিস্থিতিতে তাঁর স্বাস্থ্যের কথা বিচার করে জামিনে মুক্তি দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিল পরিবার,কিন্তু গত ২৭শে জুন সেই আবেদন খারিজ করে দেয় বিশেষ আদালত।

কাছাড়ে করোনায় আক্রান্ত প্রথম মৃত্যুর ঘটনা, সরকারিভাবে ঘোষিত রবিবার

গোলাঘাট (অসম), ১২ জুলাই (হি.স.) : কাছাড়ে করোনা আক্রান্তে প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। গতকাল তাঁর মৃত্যু হলেও সরকারিভাবে ঘটনা সম্পর্কে জানানো হয়েছে আজ রবিবার। কেবল মৃত্যুর পর নয়, মৃতদেহ সৎকারের পর সরকারিভাবে এই খবর দেওয়া হয়েছে। কাছাড়ে প্রথম করোনায় মৃত মহিলার নাম শান্তিবালা নাথ (৮৫)। এনিয়ে বরাক উপত্যকায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিনে। শান্তিবালা নাথের আগে হাইলাকান্দির মঙ্গলিরানি দাস এবং ফয়জুল হক বড়ভুইয়াঁ করোনা ভাইরাসে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

কাছাড়ের অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত সত্যওয়ান জানিয়েছেন, কোভিড নিয়ম অনুযায়ী শান্তিবালাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। শেষকৃত্যে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং সতর্কভাবে কাজ করেছেন। এছাড়া মৃতদেহ সৎকারের পর তা কারও সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা ছিল না বলে জানান জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য আধিকারিক চৌধুরী। তিনি জানিয়েছেন শান্তিবালা নাথের মৃত্যুর পর পরীক্ষা করে জানা গেছে, তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন। তার স্যাম্পল সেন্ট্রাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে পরীক্ষা করানো হয়েছে। পরিবারে থেকেই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন তিনি, তাই বাকি সদস্যদের স্যাম্পল সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য আগেই পাঠানো হয়েছিল। এছাড়া ঘরটিও কনটেনমেন্ট করার ব্যবস্থা ছিল।

আজ প্রথম পর্যায়ে কাছাড় জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে নতুন ৬ জনের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে। করোনা আক্রান্ত এই ছয় জনের মধ্যে একজন শুক্রবার মারা গিয়েছিলেন। তিনি হলেন কাছাড় জেলার নরসিংপুর দ্বিতীয় খণ্ডের শান্তিবালা নাথ (৮৫)। শান্তিবালার মৃত্যু হয়েছিল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টা ৩০ মিনিটে। গত ৯ জুলাই, বৃহস্পতিবার কোভিড সংক্রমণ ধরা পড়ে এই পরিবারের তিনজন সদস্য-সদস্যা যথাক্রমে প্রাণেশ নাথ (৩৫), দীনেশ নাথ (৫২) এবং দেবাংশি নাথ (৩)-এর। তাদের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়। তাই জেলা প্রশাসনকে 'আপদ মিত্র'-এর হাত ধরে শেষ পর্যন্ত অন্তিম সৎকার করতে হয়েছিল। শুক্রবার রাতে শান্তিবালার সোয়াব নিয়েছিল জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা। যার রিপোর্ট আজ এসেছে।

আজ শনাক্তকৃত অন্য পজিটিভরা হলেন শিলচর রাধামাধব কলেজের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক অরুণাভ ভট্টাচার্য। তাঁর বাড়ি শিলচরের অম্বিকাপট্টিতে। তিনি গ্রিন হাসপাতালের কর্ণধার রুদ্রনারায়ণ গুপ্তের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

পরবর্তীতে রুদ্রনারায়ণ গুপ্ত পজিটিভ হওয়ায় তিনি নিজে থেকেই সোয়াব পরীক্ষা করার জন্য উদ্যোগ নেন এবং শিলচর আইএসবিটি-তে গিয়ে সোয়াব দিয়ে আসেন। আজ রেজাল্ট পজিটিভ আসে। তিনি এখন শিলচর সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

আজকের অপর পজিটিভ হলেন মাসিমপুর আর্মি ক্যাম্পের দীনেশ কুমার (৪৯)। তিনি সম্প্রতি চণ্ডীগড় থেকে বিমানে এসেছিলেন। তাঁর সোয়াব নেওয়া হয়েছিল গত ৭ জুলাই। অপর সেনা জওয়ান ১৬০ মিলিটারি স্টেশন মাসিমপুরের সন্তোষ যাদব (৩৪), তাঁর সোয়াব নেওয়া হয়েছিল গত ১১ জুলাই, কাছাড়ের রাজগ্রামের পূর্ণিমা সিনহা (৮০), তাঁর সোয়াব নেওয়া হয়েছিল গত ৮ জুলাই, অপর বিএসএফ জওয়ান ধলছড়া ক্যাম্পের সন্দীপ কুমার (২৪)।

প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত গৌরীশঙ্কর রায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিলচরে দুস্থদের মধ্যে শাড়ি ধুতি মাস্ক বিতরণ

শিলচর (অসম), ১২ জুলাই (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়া বিধানসভার চার বারের বিধায়ক, বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত গৌরীশঙ্কর রায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বছর ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। আজ ১২ জুলাই জননেতা প্রয়াত গৌরীশঙ্কর রায়ের একশোতম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষ্যে আগে উদযাপন কমিটি বছর ব্যাপী সমাজসেবামূলক কিছু কর্মসূচির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সে অনুযায়ী বিগত ১১ মাস থেকে যথার্থভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করে আসছে উদযাপন কমিটি। যদিও করোনা অতিমারি ও দুর্যোগ মোকাবিলা আইনের নিয়মানুসারে কিছু কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে।

প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক গৌরীশঙ্কর রায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন শিলচরে তাঁর ইটখলার বাড়িতে। তাই আজ ইটখলায় মনোনীত মোট ৩০ জন গরিব অসহায় মহিলাকে শাড়ি, পুরুষদের ধুতি ও মাস্ক বিতরণ করেছে উদযাপন কমিটি। খুব শীঘ্রই বছরব্যাপী কর্মসূচির সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতির শিথিলতা হলেই সমাপ্তি অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করা হবে। আগামী ৬ অক্টোবর প্রয়াত গৌরীশঙ্কর স্মৃতিসৌধ স্মারক উদ্বোধন করা হবে। ওইদিন তাঁর কর্মজীবনের অবদান সমূহ বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা হবে।

আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজেন্দ্র রায়, সাহাবুদ্দিন আহমেদ, উষা রায়, চন্দ্রাবতী রায়, রণবীর সিং, মায়া দীক্ষিত, বন্দিতা ত্রিবেদি, নন্দা রায়, শুভম রায়, মনোরাম দীক্ষিত, সঞ্জীব রায়, রোহান রায়, উপসনা রায়, প্রসন্ন দাস প্রমুখ। গৌরীশঙ্কর রায় জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব রায় এই খবর জানিয়েছেন।

তাইওয়ানে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত অসম সন্তান বরপেটার গৌরাঙ্গলাল দাস

গুয়াহাটি, ১২ জুলাই (হি.স.) : তাইওয়ানে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োজিত করা হয়েছে নিম্ন অসমের অন্তর্গত বরপেটার সুসন্তান গৌরাঙ্গলাল দাসকে। ১৯৯১ সালের হাইস্কুল শিক্ষান্ত (মাধ্যমিক) পরীক্ষায় রাজ্যের শীর্ষ মেধা তালিকায় প্রথম স্থানপ্রাপ্ত গৌরাঙ্গলাল দাস ১৯৯৯ সালে ভারতীয় বৈদেশিক পরিষেবা (আইএফএস)-এর আধিকারিক হিচাপে নিয়োজিত হন। বর্তমানে তিনি আমেরিকায় ভারতীয় দূতবাসে যুগ্মসচিব পদ সামলাচ্ছেন।

আমেরিকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরকালে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মধ্যমণি ছিলেন গৌরাঙ্গলাল আইএফএস। সে সময় এ সম্পর্কিত খবর দেশ তথা অসমের সংবাদ মাধ্যমে বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে।

বরপেটা শহরের মেটুয়াকুচির প্রয়াত ডা. মতিলাল দাসের ছেলে গৌরাঙ্গলাল দাসের এই সাফল্যে সত্রনগরী বরপেটার পাশাপাশি গোটা রাজ্য গৌরবান্বিত। অসমিয়া মাধ্যমে অসমের সরকারি বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করায় গৌরাঙ্গলালের আরও সাফল্য কামনা করছেন রাজ্যের মানুষ।

শিবসাগরে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, আতঙ্কে জেলাবাসী

শিবসাগর (অসম), ১২ জুলাই (হি.স.) : উজান অসমের শিবসাগরে অতিমারি করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কোনও ভ্রমণ বৃত্তান্ত ছাড়াই তিন জনের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। নতুন আরও ৫ জনের শরীরে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে। শিবসাগরের ঢুলিয়াপার এলাকার দেবজিৎ নেওগ এবং স্মৃতি নেওগের শরীরে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে। দুজনেরই কোনও ভ্রমণ বৃত্তান্ত খুঁজে পায়নি স্বাস্থ্য বিভাগ।

অন্যদিকে জেলার যমুনা রোডের পিয়লি ফুকন পথের বাসিন্দা অনিতা পাইট নামের এক মহিলার শরীরেও কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে। তাঁরও কোনও ভ্রমণ বৃত্তান্ত নেই। বর্তমানে শিবসাগরের ছয়টি অঞ্চলকে কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। যানবাহন চলাচলে ওড-ইভেন ফর্মূলা বলবৎ করা হয়েছে।

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বেলা হাদিদ গর্বিত ফিলিস্তিনি

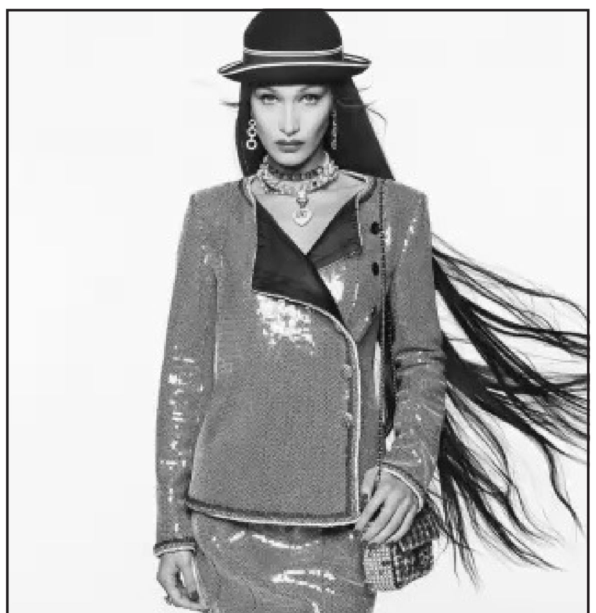

প্রাচীন গ্রিক গণিত অনুসারে সৌন্দর্যের পরিমাপ করা হয় 'গোল্ডেন রেশিও অব বিউটি পাই স্ট্যান্ডার্ড' দিয়ে। এ পরিমাপে ৯৪ দশমিক ৩৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন ২৩ বছর বয়সী সুপারমডেল বেলা হাদিদ। অর্থাৎ রীতিমতো অঙ্ক কষে তিনিই বিশ্বের সেরা সুন্দরী। শুধু তা-ই নয়, এর আগে কোনো নারী এত নম্বর পাননি! অন্যদিকে মডেলস ডটকম নানা হিসাব-নিকাশ করে বিশ্বের সেরা মডেলদের তালিকার একেবারে প্রথম সারির একজন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ফিলিস্তিন-ডাচ-মার্কিন এই মডেলকে।সম্প্রতি বেলা হাদিদ ইনস্টাগ্রামে তাঁর বাবার পাসপোর্টের ছবি শেয়ার করেছেন। সেখানে জন্মস্থানের জায়গায় লেখা, ফিলিস্তিন। এই ছবি ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করে বেলা ক্যাপশনে লিখেছেন, 'আমি একজন গর্বিত ফিলিস্তিনি।' আর ইনস্টাগ্রাম করেছে কী, সেই ছবি নিজ দায়িত্বে ডিলিট করে ফেলেছে। এতে বেজায় খেপেছেন বেলা। নিজের মার্কিন পাসপোর্টের ছবি তাঁর ৩ কোটি ১৫ লাখ ভক্তের সঙ্গে শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'আমি কেবল বলেছি, আমার বাবার জন্ম ফিলিস্তিনে। সেই "অপরাধে" ইনস্টাগ্রাম আমার পোস্ট মুছে ফেলল? কোন অধিকারে? তাহলে কি ফিলিস্তিনের মানুষদের জন্য ইনস্টাগ্রাম নয়? এভাবে মানুষকে চুপ করিয়ে রাখা যায় না। এভাবে ভৌগোলিক সীমানা থেকে ইতিহাস আর বর্তমানকে মুছে ফেলা যায় না।'এমন পোস্টের পর পরিস্থিতি বুঝে ইনস্টাগ্রাম কর্তৃপক্ষের এক মুখপাত্র দুঃখ প্রকাশ করে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়েছেন। ওই বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'আমাদের ভুল আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি। আসলে এখানে ছোট্ট ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে। সে জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ইনস্টাগ্রাম মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাসপোর্টের ছবিতে পাসপোর্ট নম্বর থাকে। কিন্তু আমরা ভুলবশত খেয়াল করিনি যে পাসপোর্ট নম্বর ঝাপসা করে দেওয়া হয়েছিল। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি।'

যেমন জীবনসঙ্গী চান রাকুল

বিয়ে নিয়ে মোটেও অনীহা নেই রাকুল প্রীত সিংয়ের। বরং 'বিবাহ' নামক রীতিকে রীতিমতো সম্মান করেন কন্নড়, তামিল, তেলেগু ছবি থেকে বলিউডে আসা এ তারকা। এ ব্যাপারে তিনি এ যুগের নায়িকাদের থেকে ব্যতিক্রমই বলতে হয়। এমনকি কেমন সঙ্গী চান, এ ব্যাপারেও খোলামেলা রাকুল।বিয়ের প্রসঙ্গ এলে বলিউড নায়ক-নায়িকারা সাধারণত উল্টো পথে হাঁটেন। এমনকি অনেকে বিয়ে থেকে বন্ধুত্বেই বেশি আস্থা রাখেন। বিয়ে তাঁদের কাছে অতিরিক্ত চাপ আর অযথা জটিলতা ছাড়া কিছু নয়। তবে এ ব্যাপারে 'কিক টু', 'দে দে প্যায়ার দে'খ্যাত ২৯ বছর বয়সী রাকুলের চিন্তাভাবনা আলাদা।'আমি সব সময় প্রেমে আর বিয়েতে বিশ্বাসী। আর আমার কাছে এটা সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে মূল্যবান সম্পর্ক। আমি বুঝতে পারি না, মানুষ বিয়েকে এত চাপ হিসেবে কেন দেখে। অনেকের তো বিয়ে শব্দটাতেও অ্যালার্জি। কেউ যখন কাউকে ভালোবাসে, তখন নিজেকে উজাড় করে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েই ভালোবাসে। আর আমি এই চিন্তাভাবনায় বিশ্বাসী।' বিয়ে নিয়ে রাকুলের ভাষ্য এমনই। কেমন জীবনসঙ্গী চান? এর উত্তরে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতার রাকুল হাসতে হাসতে বলেন, 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমার জীবনসঙ্গীকে লম্বা হতে হবে। এমনকি হাই হিল জুতা পরেও যেন তাকে দেখার জন্য আমাকে মাথা উঁচু করতে হয়। আর আমি চাই, আমার সঙ্গী যেন বুদ্ধিমান হয়। আর শেষ গুণটি হলো, তার জীবনের যেন সুস্পষ্ট লক্ষ্য থাকে।'রাকুল প্রীতকে এরপর দেখা যাবে হিন্দি 'অ্যাটাক' ও 'চলে চালো' ছবিতে। তা ছাড়া 'আয়ালান' ও 'ইন্ডিয়ান টু' নামেও দুটি তামিল ছবিতে দেখা দেবেন তিনি।

করোনা পৌঁছে গেছে অনুপম খেরের বাড়িতে

বলিউড সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন ও অমিতাভপুত্র অভিষেক বচ্চনের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পুরোনো হতে না হতেই জানা গেল, আরেক বলিউড তারকা অনুপম খেরের মা, ভাই, ভাবি ও ভাতিজি করোনায় আক্রান্ত। ইনস্টাগ্রামে একটা ভিডিও বার্তায় অনুপম খের নিজেই তাঁদের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন।দুবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও ৮টি ফিল্মফেয়ারজয়ী এই গুণী অভিনেতা বলেন, তাঁর মায়ের খাবারের প্রতি তীব্র অরুচি দেখা দেয়। তিনি কিছুই খেতে চাইছিলেন না। কেবল বলছিলেন, তাঁর ক্ষুধা লাগেনি। তখন তাঁর মায়ের কোভিড পরীক্ষা করা হয়। মা দুলারির পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ এলে ৬৫ বছর বয়সী অনুপম খের, তাঁর ভাই রাজু খের, ভাবি রিমা ও ভাতিজি বৃন্দার কোভিড পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় অনুপম খের বাদে বাকি সবার কোভিড পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ আসে। একমাত্র অনুপম খেরেরই করোনা হয়নি।অনুপম খেরের মা মুম্বাইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে ভর্তি। অন্যদিকে ভাইয়ের পরিবার বাড়িতে নিজেদের কোয়ারেন্টিন করেছে। অনুপম খের ভক্তদের অনুরোধ করে বলেন, 'কোনো ছোট লক্ষণকে অগ্রাহ্য করবেন না।' ইতিমধ্যে অনুপম খেরের বাড়ি জীবাণুমুক্ত করে 'সিলড' করা হয়েছে।অন্যদিকে, করোনায় আক্রান্ত অমিতাভ বচ্চনের অবস্থা 'স্থিতিশীল'। অনলাইনে অমিতাভ বচ্চনের সুস্থতা কামনা করে অন্য বলিউড তারকারা পোস্ট করছেন। বচ্চন পরিবারের অন্যদের, ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন, জয়া বচ্চনের কোভিড পরীক্ষার ফল আজ জানা যাবে।

দিনে দিনে ব্যস্ততা বাড়ছে প্রিয়াঙ্কার

মার্কিন মুলুকে সংসার পাতার পর 'দেশি গার্ল' প্রিয়াঙ্কা চোপড়া যেন আরও ঝলমলিয়ে উঠছেন। বলিউড, হলিউড থেকে 'দেশি গার্ল' প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এখন আমাজন প্রাইমে। এই ওটিটি প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা সম্প্রতি একটি 'মাল্টিমিলিয়ন' ডলারের বৈশ্বিক চুক্তি করেছেন। চুক্তি অনুযায়ী, প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে এবার দেখা যাবে আমাজন প্রাইমের বেশ কয়েকটি সিনেমা আর ওয়েব সিরিজে।

৩৭ বছর বয়সী এই তারকা ভ্যারাইটিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমি শক্তিশালী নারীকেন্দ্রিক গল্পের দিকে তাকিয়ে আছি। আমাজনের সঙ্গে আমার চুক্তিটা বৈশ্বিক। এই প্ল্যাটফর্ম বিশ্বের সব মানুষের জন্য পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের গল্প বলে। বিশ্বনাগরিক হিসেবে আমিও তাই চাই। আমি হিন্দি ভাষা জানি, ইংরেজিও জানি। যেকোনো ভাষার, যেকোনো স্থানের গল্পে আমি মানানসই। তাই আমি প্রস্তুত।'এই খুশির খবর ইনস্টাগ্রামের ভক্তদের সঙ্গেও শেয়ার করতে ভোলেননি একটি জাতীয় পুরস্কার ও পাঁচটি ফিল্মফেয়ার---জয়ী এই বিশ্বসুন্দরী। ভ্যারাইটির খবর শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'হ্যাঁ! আমরা এটা ঘটিয়েছি। আমি সম্মানিত আর গর্বিত। অত্যন্ত খুশির সঙ্গে আমার ভক্তদের সঙ্গে খবরটি ভাগ করে নিতে চাই। আমাজন একটা চমৎকার বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম। তারা কাঁটাতার ছাড়িয়ে মেধাবীদের যুক্ত করে, ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে চমৎকার বৈচিত্র্যময় আর শক্তিশালী সব গল্প সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য। তারা জানে, ভালো কাজের কোনো সীমানা হয় না।'

অভিনয়ের পাশাপাশি 'পার্পল পেবল পিকচার' নামে একটা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানও আছে প্রিয়াঙ্কার। সেই কথাই মনে করিয়ে দিয়ে লিখেছেন, 'অভিনয়শিল্পী ও প্রযোজক হিসেবে আমি সব সময় এমন কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছি, যা কোথাও আটকে না থেকে সমগ্র বিশ্বের মানুষের কথা বলে, পৃথিবীর সব মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। ভাষা বা ভৌগোলিক অবস্থান দিয়ে যে গল্পগুলোকে আটকে রাখা যায় না, আমাজন এ রকম একটি প্ল্যাটফর্ম। এখান থেকে এখন আমি এমন সব কাজ করব, যেগুলো কেবল বিনোদন দেয় না বরং দর্শকের চিন্তার জগৎকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যায়, নতুনভাবে আরও ভিন্নভাবে ভাবতে শেখায়। ২০ বছরের ক্যারিয়ার শেষে, ৬০টির বেশি সিনেমা করার পর আমার উপলব্ধি, আমি এখন বিনোদনমূলক আর শিল্পী হিসেবে দায়িত্বশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত হব। আর আমার মনে হয়, আমি সে পথেই এগোচ্ছি। যেখানে দিন শেষে কেবল বিনোদনই শেষ কথা নয়।'

অন্যদিকে আমাজন প্রাইমের সঙ্গে মাল্টিমিলিয়ন ডলারের বৈশ্বিক চুক্তির পর শোনা গেল ম্যাট্রিক্স ফোরে দেখা দেবেন ৩৭ বছর বয়সী প্রিয়াঙ্কা। হলিউডের সবচেয়ে বড় (বাজেট অর্থে) আর সবচেয়ে সফল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর ভেতর অন্যতম ম্যাট্রিক্স। ক্যারি-অ্যান মস, ইয়াহিয়া আবদুল মতিন টু, নেইল প্যাট্রিক হ্যারিসদের পাশাপাশি 'ম্যাট্রিক্স ফোর'---এ অংশ নিচ্ছেন প্রিয়াঙ্কাও। চেনা 'নিও' রূপে ফিরছেন কিয়ানু রিভস। আর 'ট্রিনিটি' চরিত্র নিয়ে সঙ্গে আছেন সহ-অভিনয়শিল্পী কেরি-অ্যান মস।

ম্যাট্রিক্সে প্রিয়াঙ্কার খবর বাসি না হতেই এবার জানা গেল, গার্লস আপ ফাউন্ডেশনে যাঁরা বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত, সেই তালিকায় মিশেল ওবামা ও মেগান মার্কেলের সঙ্গে আছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়াও। ১৩ থেকে ১৫ জুলাই অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা উপস্থিত হবেন বলেও কথা রয়েছে। এই লিডারশিপের মূল লক্ষ্য নারী---পুরুষের বৈশ্বিক বৈষম্য দূর করে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারীদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলা।

অবশ্য হলিউডে গিয়ে বলিউডকে ভুলে যাননি এই বিশ্বসুন্দরী। আমাজন প্রাইমের একাধিক সিনেমা ও ওয়েব সিরিজ, 'ম্যাট্রিক্স'---এর চতুর্থ কিস্তি, অনলাইনের গার্ল আপ লিডারশিপ প্যানেল ছাড়াও তাঁকে দেখা যাবে বলিউডের ছবিতে, 'দ্য হোয়াইট টাইগার'—এর রিমেকে, রাজকুমার রাওয়ের বিপরীতে।

দিবা নার্গিস কি অভিনয় ছেড়েই দিলেন

নব্বই দশকের শুরুর দিকে টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন দিবা নার্গিস। 'পাথরসময়' ধারাবাহিকে অভিনয় করে দারুণ সাড়া পেয়েছিলেন। অভিনয় করেছিলেন গৌতম ঘোষের 'পদ্মা নদীর মাঝি' ছবিতেও। এ দেশের প্রথম ডেইলি সোপ 'জোয়ারভাটা' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। 'কোথাও কেউ নেই', 'শোধ', 'বাবা' ইত্যাদি নাটকে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল। তাঁর বাবা প্রয়াত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ আল—মামুনের প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার স্কুলে পড়েছেন দিবা নার্গিস। নাট্যদল 'থিয়েটার'—এর নাটকে অভিনয় করেছেন। মঞ্চ থেকে শিখে টিভিতে গিয়েছেন। পেয়েছেন দর্শকপ্রিয়তা।

থিয়েটার ছেড়েছেন বহু বছর আগে। টিভি না ছাড়লেও অনিয়মিত। এতটাই অনিয়মিত যে দর্শকেরা প্রায়ই তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি অভিনয় ছাড়লেন কেন! শমী, বিপাশা, মিমিদের মুখ পর্দায় কদাচিৎ ভেসে উঠলেও দিবা কেন ডুব মেরে আছেন? এই প্রশ্ন নিয়ে আমরা যোগাযোগ করি একসময়ের প্রিয় মুখের সঙ্গে। তিনি জানান, 'আমার শুরুটা হয়েছিল অভিনয় দিয়ে। সেই অভিনয়টাই বলতে গেলে করা হয় না। গত কয়েক বছরে বিজ্ঞাপনের কিছু কাজ আমি করেছি। নিয়মিত উপস্থাপনা করেছি। বিটিভিতে একটা অনুষ্ঠান করতাম। মাছরাঙা টিভিতে ১৮-১৯ সাল জুড়ে একটা অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেছি।' দিবা জানান, '১১ সালের দিকে বিটিভিতে শেষ নাটক করেছেন। সেটাও অসমাপ্ত, প্রচারিত হয়নি। মাঝখানে টুকটাক নাটক করেছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেন, সেগুলো তেমন আলোচনায় আসেনি। শেষ দশ বছরে করা তাঁর কাজের কথা তাঁরই ঠিকঠাক মনে নেই। যে জন্য দর্শকদের তিনি দোষারোপ করেন না। নাটক থেকে দূরে যাওয়ার কারণ উঠে আসে দিবার কণ্ঠে, 'আউট অব সাইট, আউট অব মাইন্ড। এ তো সত্যি কথা! নিজের জীবন দিয়ে আমি জেনেছি। মানুষকে প্রতিনিয়ত পর্দায় হাজির হয়ে মনে করিয়ে দিতে হয় যে আমি কিন্তু আছি। সব সময় এখন যোগাযোগ রাখতে হয়। যোগাযোগের পৃথিবী হয়ে গেছে শোবিজটা।'

দিবা জানান, শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগটা হয়ে গেছে শিল্পী সংঘকেন্দ্রিক। নির্বাচনের সময় শিল্পীরা তাঁর খোঁজখবর নেন। 'বাবার সঙ্গে যাঁরা কাজ করতেন, বাবাকে ভাই ডাকতেন, আমরাও পরবর্তীকালে যাঁদেরকে "ভাই" ডাকতাম, তাঁদেরও আমাকে প্রয়োজন হয় না। এটা আমি ক্ষোভ থেকে বলছি না, এটাই বাস্তবতা', বলেন দিবা। দিবা অবাক হন যে নাটকের প্রস্তাব না এলেও কীভাবে যেন বিজ্ঞাপনের লোকদের মাথায় তিনি রয়ে গেছেন। দিবা বলেন, 'আমার কাছে নিয়মিত বিজ্ঞাপনের অফার আসে। গত এক সপ্তাহে চারটা বিজ্ঞাপনের প্রস্তাব পেয়েছি। করোনার কারণে আমি রাজি হইনি। কিছুটা অসুস্থও ছিলাম। যে জন্য আর কাজগুলো করা হয়নি।'

দিবা জানান, অভিনয় থেকে তিনি কখনোই বিরতি নেননি। 'চরিত্র যদি ভালো হয়, পার্শ্চরিত্র হলেও আমি করব। নায়িকাই করব শুধু এমন চিন্তা ছিল না কখনো।' দর্শকেরা যে তাঁকে এখনো মনে রেখেছেন, এটা তাঁর অভিজ্ঞতায় আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'প্রায়ই মহিলা দর্শকেরা এসে আমাকে বলেন, আপা, আপনি কেন কাজ করেন না? সেটা আমার কাছে ভালো। মাছরাঙায় যখন উপস্থাপনা করতাম, বলতাম যে আপনারা এই অনুষ্ঠানটা দেখতে পারেন। তখন তাঁরা ঠিকই দেখতেন।'

অভিনয়ে ব্যস্ততার মধ্যেই ১৯৯১ সালে বিয়ে করেন দিবা নার্গিস। তাঁর স্বামী সৈয়দ একরামুল্লাহ ব্যবসায়ী। তিনি আবদুল্লাহ আল—মামুন পরিচালিত 'দুই জীবন' ছবির প্রযোজক ছিলেন। তাঁদের সংসারে দুই মেয়ে। বড় মেয়ে নদী অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে থাকেন। ছোট মেয়ে অর্পা স্কলাসটিকা স্কুলে এ লেভেল পড়ছে। অভিনয় একসময় দিবা নার্গিসের একমাত্র পেশা ছিল। ১৭ বছর ধরে তিনি অভিনয়ের পাশাপাশি চাকরি করছেন। বর্তমানে তিনি শিক্ষকতা পেশায় আছেন। বেশির ভাগ সময় তিনি শিক্ষকতাই করেছেন। তাঁদের আত্মীয়—পরিজনের মধ্যে অনেকেই শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িত। দিবা নার্গিসরা তিন বোন, এক ভাই। ভাই থাকেন যুক্তরাষ্ট্রে। বোনেরা সবাই দেশেই আছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই একসময় অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এখন শুধু দিবার সঙ্গেই অভিনয়ের সূত্রটা রয়ে গেছে।

তখনকার সময়ের সঙ্গে এখনকার সময়ের তুলনা দিতে গিয়ে দিবা নার্গিস বলেন, 'আগে আমার সময়ের অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে একটা দূরত্ব ছিল। শুধু থিয়েটারে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বটা আটকে থাকত। এখন দেখি ফেসবুকে ব্যক্তিগত যোগাযোগটা খুব প্রবল। সবাই গ্রুপ গ্রুপ করে যোগাযোগটা রাখছেন। এটা আমার ভালো লাগে। যদিও আমি নিজে এই যোগাযেগের বাইরে। প্রচণ্ড একটা ব্যবধান হয়ে গেছে।'

কাজের পরিবেশের কথা বলতে গিয়ে দিবা বলেন, 'তখন প্রডাকশনের সবার সঙ্গে সিনিয়র শিল্পীদের একটা ব্যক্তিগত হৃদ্যতা ছিল। পরিবেশটা ছিল সেই অর্থে পারিবারিক। পেশাদারত্ব কম ছিল। এখন পেশাদারত্ব বেড়েছে। দুই শিফট কাজ করলে দুই শিফটের টাকাটা বুঝে নিচ্ছি। কিন্তু পরিবেশটা কি ঠিক থাকছে? আমি এক জায়গায় কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, নির্মাতা সেটের মধ্যে গালাগাল করছেন। তিনি আমার বাবার সমসাময়িক একজন নির্মাতার ছেলে। অথচ বাবা কখনো সেটে মুখ খারাপ করেননি। আবার উল্টো পরিবেশও পেয়েছি। যেখানে আমাকে যথেষ্ট সম্মান করা হয়েছে। যে পরিবেশটা হলে কাজ করতে অস্বস্তিবোধ থাকে না।'

আজকাল স্বজন পোষণের কথা খুব শোনা যাচ্ছে। আবদুল্লাহ আল—মামুনের মেয়ে দিবা নার্গিস। তিনি কখনো লোকের কথা শুনেছেন কি? দিবা বলেন, 'তখন মানুষের মনে এত জটিলতা ছিল না; বরং মানুষ চাইতেন সিনিয়র অভিনয়শিল্পীর ছেলে-মেয়েরা অভিনয়ে আসুক। তারা কেমন করে দেখি। আজকের মতো এত কথা তখন হতো না। শমী, বিপাশা আর আমি ছাড়া সবাই তো বাইরে থেকে এসেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। নেপোটিজমের কথা তখন বলতে শোনাই যেত না।'

রবিবার সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

চার হাসপাতাল ঘুরে অবশেষে কলকাতা মেডিকেলে ঠাঁই করোনা রোগীর

কলকাতা,১২ জুলাই (হি স): করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। কিন্তু এরই মাঝে ফের রোগী ফেরানোর অভিযোগ উঠল কলকাতার হাসপাতালগুলি বিরুদ্ধে। চার হাসপাতাল ঘুরে শেষমেষ কলকাতা মেডিকেলে ঠাঁই পেল করোনা আক্রান্ত।

রোগীর পরিবারের তরফে অভিযোগ , বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল, নিউটাউনে চিত্তরঞ্জন ক্যানসার ইনস্টিটিউট, বারাসত এবং ব্যারাকপুরের আরও দুটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে করোনা রোগীকে। কিন্তু সব জায়গায় বলা হয়েছে বেড নেই এমনটাই অভিযোগ পরিবারের । অবশেষে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ইমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ে ভর্তি করা হয় রোগীকে। কিন্তু ভর্তি করা হলেও রোগীদের দেখাশুনা সঠিকভাবে হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলেছে রোগীর পরিবার ।

পুর প্রশাসক হিসেবে বিদায়ী মেয়রকে বসানো নিয়ম লঙ্ঘনকারী কিনা জানতে চেয়ে নবান্নে চিঠি কমিশনের

কলকাতা, ১২জুলাই (হি. স): কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসনিক বোর্ডের চেয়ারম্যান পদের দায়িত্বে বসানো হয়েছে বিদায়ী মেয়র ফিরহাদ হাকিম কে। যা নিয়ম লঙ্ঘন কিনা জানতে চেয়ে নবান্নে মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা কে চিঠি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। পাশাপাশি কমিশন কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে ফিরহাদ হাকিম বেতন বা ভাতা পান কিনা, কী ধরনের কাজ তাঁকে করতে হয়, কবে তাঁর পদে বসার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে, পুর প্রশাসকের পদটি রাজ্য সরকারের অধীনে কিনা সহ আরও ৯টি বিষয় জানতে চেয়েছে।

গত ১ জুলাই মুখ্যসচিবকে এই চিঠি লিখেছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ডিরেক্টর (আইন) বিজয় কুমার পাণ্ডে। রবিবারই ওই চিঠির বিষয়টি জানাজানি হয়। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা বলেছেন, 'কমিশনের তরফে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে তা ভিত্তিহীন। সঠিক সময়ে ওই চিঠির জবাব দেওয়া হবে।' ওই চিঠিতে কমিশনের ডিরেক্টর (আইন) বিজয় কুমার পান্ডে জানতে চান, পুর প্রশাসন হিসেবে ফিরহাদ হাকিমকে নিয়োগ করার পত্র, নিয়োগকর্তা, নিয়োগ পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ। একইসঙ্গে জানতে চাওয়া হয়েছে পুর-প্রশাসক হিসেবে আনুসঙ্গিক কী কী সুবিধা ফিরহাদ ভোগ করেন এবং লাভজনক পদ সংক্রান্ত আইনে কলকাতার পুর প্রশাসকের চেয়ারম্যান পদটি ছাড়ের তালিকায় রয়েছে কিনা।

ওই চিঠিতে কমিশন আরও জানিয়েছে, বন্দরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে দুটি লাভজনক পদে ফিরহাদ রয়েছেন বলে অভিযোগ পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।এর পরেই রাজ্যপালের সচিব পর্যায়ের এক আমলা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরাকে চিঠি লেখেন। তিনি ওই চিঠিতে লেখেন, পশ্চিমবঙ্গের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে গোটা বিষয়টি কমিশনের থেকে জানতে চান ধনকর। জাতীয় নির্বাচন কমিশন চিঠি পাঠিয়ে রাজভবনকে বলে, এ ব্যাপারে রাজ্যের বক্তব্য জানার পরই তাঁরা রাজ্যপালকে জানাতে পারবেন। সূত্রের খবর, তারপরই নবান্নের উদ্দেশে চিঠি লেখে নয়াদিল্লির নির্বাচন কমিশন।

তবে এই গোটা বিষয়ের পর ফিরহাদ জানান, তিনি কোনও ভাতা নেন না। একইসঙ্গে পুরমন্ত্রী এও জানিয়েছেন, এই পদের জন্য তিনি আলাদা করে কোনও গাড়িও ব্যবহার করেন না।

গভীর সমুদ্রে খারাপ হয়ে যাওয়া ট্রলারের মৎস্যজীবীদের উদ্ধার করল উপকূল রক্ষী বাহিনী

ফ্রেজারগঞ্জ, ১২ জুলাই (হি.স.) : গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে ট্রলারের ইঞ্জিনের পাখা খারাপ হয়ে যায় মাঝ সমুদ্রে। তিন থেকে চার ঘন্টা মাঝ সমুদ্রে ভাসতে থাকে কৃষ্ণ কানাইয়া নামের ট্রলারটি। ট্রলারের মৎস্যজীবীরা সেই সময় মাঝ সমুদ্র থেকে একটি জাহাজকে যেতে দেখে গামছা ওড়াতে থাকে। আর তা দেখে উপকূল রক্ষী বাহিনীর জাহাজ এসে তাদেরকে উদ্ধার করে।

শুক্রবার কৃষ্ণকানাইয়া নামে ট্রলারটি নিয়ে ১৫ জন মৎসজীবিকে নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। শনিবার হঠাৎ ট্রলারের পিছনে পাখা খারাপ হয়ে যায়। বঙ্গোপসাগরের কেঁদোদ্বীপ থেকে প্রায় ১২০ নটিক্যাল মাইল দূরে গভীর সমুদ্রে উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে কৃষ্ণ কানাইয়া নামের ট্রলারটি ভাসতে থাকে। ট্রলারে থাকা মৎস্যজীবিরা সেই সময় একটি জাহাজ দেখতে পায়। তখন তারা গামছা ওড়াতে থাকেন। ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর জাহাজ টহল দেওয়ার সময় তাদেরকে দেখতে পেয়ে মাঝ সমুদ্রে থেকে কৃষ্ণ কানাইয়া ট্রলার সহ মৎস্যজীবিদের উদ্ধার করে। উপকূল রক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয় ফ্রেঞ্জারগঞ্জ উপকূলরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে। ফ্রেজারগঞ্জ উপকূলরক্ষী বাহিনী যোগাযোগ করে কাকদ্বীপ মৎস্যজীবি সংগঠনের সঙ্গে। আসেপাশে ট্রলার গুলোতে ওয়ারলেস এর মাধ্যমে খবর দেওয়া হয়। পনেরজন মৎসজীবি সহ ট্রলারটি উদ্ধার করে কাকদ্বীপ মৎস্য বন্দরে নিয়ে আসা হয়েছে।

দুর্গাপুরে বেহাল রাস্তায় ধান পুঁতে অভিনব প্রতিবাদ বিজেপির কিষান মোর্চা

দুর্গাপুর, ১২ জুলাই (হি.স.): বেহাল রাস্তা। উঠে গেছে পিচের স্তর। জল জমে জলাশয়ের আকার নিয়েছে। আবার কোথায় জলকাদায় চাষজমির রূপ নিয়েছে। আর ওই জলকাদায় ধনবীজ পুঁতে অভিনব প্রতিবাদে সরব হল বিজেপি। রবিবার নজিরবিহীন ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের হরিবাজার এলাকায়।

জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর ফুলঝোড় মোড় থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার রাস্তা জেমুয়া গ্রাম পর্যন্ত রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ওই রাস্তা দিয়ে একটি সরকারি কলেজ, ২ টি সরকারি স্কুল ও একটি বেসরকারি ইনিনিয়ারিং কলেজের পড়ুয়ারা যাতায়াত করে। এছাড়াও প্রায় ৫ টি গ্রামের বাসিন্দা যাতায়াত করে। রাস্তার মধ্যে বড় বড় খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। পথচারীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। এদিন সকালে প্রায় ১০০ জন বিজেপি"র কৃষাণ মোর্চার নেতাকর্মীরা রাস্তার জমে থাকা জলকাদায় ধান বীজ পুঁতে বিক্ষোভ দেখায়।

ভারতীয় জনতা কৃষাণ মোর্চার স্থানীয় নেতা তরুণ দাস বলেন,' শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। আশেপাশের গ্রাম থেকে বহু মানুষ এই রাস্তা দিয়ে শহরে যাতায়াত করে। কিন্তু এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার হচ্ছে না। প্রায়ই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে পথচারীরা। বেহাল রাস্তার প্রতিবাদে আমাদের এই কর্মসূচী নিয়েছি।'

স্থানীয় কাউন্সিলার দীপঙ্কর লাহা বলেন, 'ফুলঝোড় মোড় থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা সম্প্রসারণ ও সংস্কার করা হবে। লকডাউন না থাকলে এতদিনে কাজ শুরু হয়ে যেত। এখন বর্ষা শুরু হয়ে যাওয়ায় রাস্তার কাজ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে খুব শিঘ্রই কাজ শুরু হবে।'

কনটেনমেন্ট জোনে কড়া নজদরদারি কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি স): করোনা কাঁটায় রাজ্যজুড়ে বৃহস্পতিবার থেকে কনটেইনমেন্ট জোনগুলিকে ফের শুরু হয়েছে লকডাউন। রবিবার ছুটির দিনে কনটেনমেন্ট জোনে কড়া নজদরদারি কলকাতা পুলিশের।

কখনও গান গেয়ে আবার কখনও সচেতনতার বার্তা দিয়ে কলকাতাবাসীকে করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। লকডাউন সঠিকভাবে পালন করতে বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং চালাচ্ছে পুলিশের তরফে। ছুটির দিনেও কনটেনমেন্ট জোন গুলিতে নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ।ঘরবন্দি বাসিন্দারা। ঢোকা-বেরোনোর রাস্তায় রয়েছে কড়া নজরদারি পুলিশের।

শহরের কনটেইনমেন্ট জোনগুলি তালিকা, ২০/১এন মতিলাল বসাক লেন (ওয়ার্ড ৩১), সত্যম টাওয়ার- ৬৪এ আলিপুর রোড (ওয়ার্ড ৭৪), ৫ বি জাজেস কোর্ট (ওয়ার্ড ৭৪), ১৯এ শরৎ বোস রোড (ওয়ার্ড ৭০), ৪৯বি, ৩৬এ, ৪৪, ৮/১বি, ১২এ চক্রবেরিয়া রোড (ওয়ার্ড ৭০), পি১২ কাঁকুরগাছি সিআইটি স্কিম ৭ এম(ওয়ার্ড ৩১), ১/২ আরিফ রোড(ওয়ার্ড ১৩), অধর চন্দ্র দাস লেন সমগ্র (ওয়ার্ড ১৩), ১৩৮, পূর্বালোক (ওয়ার্ড ১০৯), ৫৫ এ ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড(ওয়ার্ড ৯০), ৮/সি, ৩ এ, ৪/১ডি হরিপাল লেন(ওয়ার্ড ২৭), জহরলাল দত্ত লেন (ওয়ার্ড ১৩), ১, বেলভেডিয়ার রোড (ওয়ার্ড ৭৪), ২, বিজয় গড়(ওয়ার্ড ৯৬), ৭৬- ১৫৭ ডঃ জি এস বোস রোড(ওয়ার্ড ৬৭), ১৩৮ রাজা রামমোহন সরণী ৪৬/৫৭, ৫৭,১০৪,৯৬এ,১০৬/২এ(ওয়ার্ড ৩৮), সম্মিলনী পার্ক (মাঙ্গলিক থেকে যুবশক্তি সম্মিলনী ক্লাব পর্যন্ত। ওয়ার্ড ১০৯), ১৭, উল্টোডাঙ্গা মেইন রোড (ওয়ার্ড ১৩), ৩৪ এল ও ৬৪ সুরেন সরকার রোড (ওয়ার্ড ৩৩), তোরণ কৃষ্ণ নস্কর লেন সাথে চাউল পট্টি ক্রসিং (ওয়ার্ড ৩৩), ৮৫-১৫৮ নম্বর সুইনহো লেন (ওয়ার্ড ৬৭), বৈদ্য পাড়া হাই স্কুল থেকে ৪৬/১ ভুবন মোহন রায় রোড (ওয়ার্ড ১২৩), ৫১, প্রগতি পল্লী থেকে ২৪৫সি এম জি রোড (ওয়ার্ড ১২৪), ৩২,৬৭বি, ৫/৭ বলরাম দে স্ট্রিট (ওয়ার্ড ২৫), লিন্টন স্ট্রিট ব্লাড ব্যাংক থেকে বিদ্যাপীঠ স্কুল পর্যন্ত (ওয়ার্ড ৬০)।এই সব এলাকায় আগামী সাত দিন কড়া নজরদারি চালাবে প্রশাসন। এরপর ওই এলাকার পরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনা করে পদক্ষেপ নেবে রাজ্য প্রশাসন।

সংক্রমণ এড়াতে বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি স):দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরে কাজ করছে করোনা। যত সময় এগোচ্ছে ততই বাড়ছে আতঙ্ক। আর তাই করোনা রাশ টানতে কনটেনমেন্ট জোনে ফের শুরু লকডাউন। আর তাই জনগণকে সচেতন করতে রবিবার ছুটির দিনেও কনটেইনমেন্ট জোনগুলোতে লাগাতার মাইকিং কলকাতা পুলিশের।

অদৃশ্য ভাইরাস করোনার সঙ্গে লড়ছে শহরবাসী। কিন্তু এরই মাঝে কনটেইনমেন্ট জোনগুলিতে ফের লকডাউন। কনটেইনমেন্ট জোনে বেরনো যাবে না বাড়ির বাইরে খোলা যাবে না দোকান। ক্রমাগত মাইকে প্রচার চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। অলিগলি সর্বত্রই মাইকিং করে প্রচার করছে পুলিশ।

গোপীবল্লভপুরে এক ব্যক্তির সহযোগিতায় জাল থেকে শিশু বানরকে মুক্ত করাল একদল বানর

ঝাড়গ্রাম, ১২ জুলাই (হি.স.) : জলে জড়িয়ে গিয়েছে শিশু বানর। তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টায় মা সহ শতাধিক বানর। কিন্তু কোনওভাবেই জাল থেকে ছাড়িয়ে উদ্ধার করতে পারছেন না তারা। ঠিক সেই সময় এক ব্যক্তি বানর গুলির পাশে পৌছালে তার গেঞ্জি ধরে টেনে নিয়ে যায় শিশু বানরটির কাছে। ভদ্রলোকটি সযত্নে বানর শিশুটিকে উদ্ধার করে তার মায়ের কোলে ফিরে দিলেন। এই ঘটনাটি ঘটেছে গোপীবল্লভপুরের।

জানা গিয়েছে রবিবার গোবিন্দ জিউর মন্দিরের উৎসব কমিটির সম্পাদক কল্যান বারিক মন্দির থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন তার পাশের বাড়ির তিন তলার ছাদে একটি ছোট্ট বানর জালে জড়িয়ে রয়েছে।ঘিরে রয়েছে শ'খানেক বানর।কল্যাণ বাবু যেতেই বাকি বানর গুলি সরে যায়। মা বানরটি তার গেঞ্জি ধরে টানতে থাকে।কল্যাণবাবু পরম যত্নে শিশু বানরটিকে তুলে আনেন এবং ধীরে ধীরে জাল থেকে ছাড়িয়ে দেন।তারপর ছেড়ে দিতেই দৌড়ে সে পৌছে যায় মা বানরের কাছে। গোপীবল্লভপুরের ওই এলাকায় প্রচুর বানর রয়েছে।মানুষের কাছাকাছি থাকতে থাকতে এরা আর মানুষকে আক্রমণ করে না।কল্যানবাবু বলেন, 'মন্দির থেকে ফিরে দেখি ছোট্ট বানরটি জালে একে বারে জড়িয়ে রয়েছে।তাকে ঘিরে ছিল শ'খানেক বানর।আমি যেতে বানর গুলি সরে যায়।মা বানরটি আমার গেঞ্জি ধরে টানতে থাকে।আমি ছোট্ট বানরটিকে তুলে এনে জাল থেকে মুক্ত করি।ছেড়ে দিতেই মায়ের কাছে ফিরে যায়।'

এক চালার ঠাকুরের চাহিদা বাড়ছে কুমোর টুলিতে

কলকাতা, ১২জুলাই (হি. স): বিভিন্ন অর্থনৈতিক দিকে যেমন করোনা কোপ ফেলেছে ঠিক তেমনই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজাতেও পড়তে চলেছে করোনার থাবা। কুমোরটুলিতে এই মুহূর্তে ব্যস্ততা থাকার কথা তুঙ্গে। কিন্তু সেই ব্যস্ততার ছবি এখন অতীত কুমোরটুলির ইতিহাসে। কমে গেছে ঠাকুরের বায়না। একই সঙ্গে কমেছে বড় মাপের ঠাকুরের অর্ডার। বড় বড় পূজা কমিটি গুলি নামমাত্র পুজো করার জন্য কেবল এক চালার ঠাকুরকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। করোনার প্রভাবে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে দুর্গোৎসব। তবে বড় বড় পূজা কমিটি গুলির ক্ষেত্রে তারা জানিয়েছে এবারে পুজো হবে নামমাত্র।

এদিকে আবার বেশ কিছু পুজো কমিটি তাকিয়ে আছে রাজ্য সরকারের পুজো নিয়ে পরবর্তী নির্দেশিকার দিকে। রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী তারা আগামী দিনে পদক্ষেপ নেবেন বলে জানিয়েছেন। অন্যান্যবার এই সময়ে কুমোরটুলিতে মৃৎশিল্পীদের নেওয়া খাওয়ার সময় থাকেনা। তবে এবারের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। যেখানে অন্যান্য বার দশ বারো ফুটের ঠাকুরের অর্ডারে ভরে যায় কুমোরটুলির ঘরগুলো সেখানে এবার অর্ডার কমছে বড় প্রতিমার। এমনকি যে সকল পুজো কমিটি অন্যান্যবার এক লাখ টাকারও ঠাকুর অর্ডার দিয়েছেন তাই এবার সে খরচ কমিয়ে নামিয়ে নিয়ে এসেছেন ৩০ কিংবা ৩৫ হাজার টাকায়।

কুমোরটুলি মৃৎশিল্পী সমিতির সম্পাদক কার্তিক পাল জানান, এবারে আর্থিক অবস্থা সকলেরই খারাপ তাই সকলেই খরচ কমিয়ে কোনমতে পূজো সাড়ার চেষ্টা করছেন। আরো এক মিনিয়েচার শিল্পী জানান, কাছে বেশিরভাগ ঠাকুরের বায়না এসেছে একচালার। সব মিলিয়ে কোনমতে টিমটিম করে জ্বলছে কুমোরটুলির প্রদীপ।

সিলিন্ডার থেকে আগুন লেগে কাঁকসার গোপালপুরে ভষ্মীভুত বাড়ি

দুর্গাপুর, ১২ জুলাই(হি.স.): গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন ছড়িয়ে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল বাড়ি। জখম হয়েছে ২ মহিলা। রবিবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল কাঁকসা থানার গোপালপুর এলাকায়।ঘটনাস্থলে দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপালপুর উত্তর পাড়ার বাসিন্দা অজয় বিশ্বাস। পেশায় অটো রিক্সা চালক। তাঁর স্ত্রী সোমাদেবী এদিন রান্নাঘরে জ্বালানি গ্যাসে রান্না করছিলেন। আচমকায় গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লেগে যায়। নিমেষের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা রান্নাঘর সহ বাড়িতে ছড়িয়ে যায়। সোমাদেবী ভেতরে আটকে পড়ে। প্রতিবেশী অপর এক গৃহবধূ তাঁকে উদ্ধার করতে আসেন। তিনিও আগুনে জখম হয়। কোনওরকমে তাঁরা রক্ষা পেলেও বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র আগুনে ভষ্মীভূত হয়ে যায়। ঘরের টালির চাল ভষ্মীভূত হয়ে ভেঙে পড়ে। তড়িঘড়ি এলাকাবাসী জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালায়। খবর পেয়ে কাঁকসা থেকে দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছায়। এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ির মালিক অজয় বিশ্বাস বলেন, 'লকডাউনের কারণে অটো রিকসা থেকে রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মাছ বিক্রি করে কোনও রকমে সংসার চালাচ্ছিলাম। এখন ঘরবাড়ি জিনিসপত্র সব আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। প্রায় লক্ষধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখন কোথায় থাকবো কি করবো বুঝে উঠতে পারছিনা।'

কাকদ্বীপে আমফানের ক্ষতপূরণের স্বজনপোষণের অভিযোগে বিজেপির অবরোধ, কর্মীদের উপর লাঠিচার্জ পুলিশের

কাকদ্বীপ, ১২ জুলাই (হি.স.) : ঘূর্ণিঝড় আমফানের ক্ষতপূরণের টাকা নিয়ে স্বজনপোষণের অভিযোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার বাসন্তী ময়দান এর কাছে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ থাকার পর পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিজেপি কর্মীদের হটিয়ে দেয়। ঘটনায় বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

বিজেপির অভিযোগ কাকদ্বীপের স্বামী বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল প্রধান থেকে শুরু করে সকল সদস্য ও এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব ঘূর্ণিঝড়ের টাকা নিয়ে স্বজনপোষণ করেছেন। যারা প্রকৃত দুর্গত তারা কোন ক্ষতিপূরণ পান নি। পরিবর্তে এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের সদস্য, প্রধান, উপ প্রধান ও তাদের আত্মীয়রা এই সরকারি ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। এর প্রতিবাদ করতে গেলে শনিবার রাতে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে ঢুকে মারধর করা হয়। পুলিশ ও তৃণমূল একত্রিত হয়ে শনিবার রাতে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে হামলা চালায়। মারধর করে বিজেপি কর্মীদের। এক বিজেপি নেতৃত্বকে গ্রেফতার ও করে পুলিশ।

এই ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার দুপুরে রাস্তা অবরোধ করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। ঘন্টা খানেক ধরে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। ঘটনার খবর পেয়ে অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সাথে অবরোধকারীদের বচসা বাধে।

অভিযোগ, তখনই বিজেপির সাধারণ কর্মী সমর্থকদের ওপর পুলিশ নির্বিচারে লাঠিচার্জ করে। যদিও তৃণমূলের বক্তব্য যদি কোন অভিযোগ থাকে সঠিক জায়গায় সেই অভিযোগ করুক বিজেপি। রাজনীতি করার জন্য মানুষকে উস্কে রাস্তায় নিয়ে এসে সমস্যা তৈরি করেছে তারা। আর সেই কারনেই পুলিশ পুলিশের কাজ করেছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

কাকদ্বীপের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, " ক্ষতিপূরণের বিষয়ে প্রথম থেকেই রাজনীতি করছে বিজেপি। কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে নির্দিষ্ট জায়গায় তারা অভিযোগ জানাক। এ নিয়ে সাধারণ গ্রামবাসীদের উস্কে নিয়ে এসে রাস্তা অবরোধ করা উচিৎ হয় নি।

অবরোধ তুলতে পুলিশের যা করণীয় পুলিশ তাই করেছে"। এই ঘটনায় মোট বারোজন বিজেপি কর্মী সমর্থককে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে।

সোমবার থেকে চালু হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে পণ্য পরিবহনের জন্য 'ইন্ডিয়ান পার্সেল ট্রেন'পরিষেবা

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১২ জুলাই (হি.স.) : পার্সেল ট্রেনটি ভারতের রানাঘাট জংশন থেকে সোমাবর সকাল ৮টায় ছেড়ে বেনাপোলে বেলা ১১টাকয় এসে পৌঁছাবে। 'ইন্ডিয়ান এ পার্সেল' নামের এ ট্রেনটিতে ১১টি লাগেজ ভ্যান থাকবে। প্রথমবারের এ ইন্ডিয়ায় পার্সেল ট্রেনে বা লাগেজ ভ্যানে ভারত থেকে শুকনা মরিচ আসছে বলে রেলওয়ে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে।

এছাড়া দীর্ঘদিনধরে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে ৪২টি বিসিএন ওয়াগনে গুর্ডস ট্রেন চলাচল করছে। কিন্তু ছোট বা কাঁচামাল আমাদানিকারকদের গুর্ডস ট্রেনে মালামাল আনা সম্ভব হচ্ছিল না। অপরদিকে সড়ক পথে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আমদানি-রফতানি প্রায়ই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই ভারতের সাথে আমদানি-রফতানি সচল রাখতে এ পার্সেল ট্রেন বা লাগেজ ভ্যান চালু করা হচ্ছে বলে রেলের ট্রাফিক বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন বলেন, আমদানিকারকদের চাহিদার ভিত্তিতে ইন্ডিয়ান পার্সেল ট্রেন নিয়মিত চলাচল করবে। তবে প্রথম আসছে বলে এ ইন্ডিয়ান পার্সেল ট্রেনের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তিতে উভয় দেশের ট্রেনের ট্রাফিক বিভাগের কর্মকর্তারা আলোচনা করে চলাচলের সময় নির্ধারণ করবে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপচিালক (ট্রাফিক) মিয়াজাহান বলেন, করোনার প্রদুর্ভাবের কারণে ভারতের সাথে আমদানি-রফতানি সাময়িক বন্ধ রাখার পরে চালু করার হলেও সড়ক পথে সমস্যা হচ্ছিল। এসময় ভারতীয় হাইকমিশনের সাথে ভিডিও কনর্ফান্সের এ পার্সেল ট্রেন চালানোর প্রস্তাব করে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সম্মতি দেয়া হয়। তবে বেনাপোল বন্দর তৈরিসহ সার্বিক বিষয় ঠিক করতে একটু সময় লেগেছে।

রাজ্যে বেশ কিছু জায়গায় মানুষ মাস্ক না পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সরকার কিছুই করছে না, তোপ রাহুলের

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি স): করোনা আবহের মাঝেই রাজ্য রাজনীতি তুঙ্গে। ফের রাজ্য সরকারকে নিশানা বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার। রবিবার টুইট করে "রাজ্যে বেশ কিছু জায়গায় মানুষ মাস্ক না পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সরকার কিছুই করছে না" তোপ রাহুলের।

টুইট করে রাহুল সিনহা লিখেছেন, "যেভাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর সরকার নির্যাতন করেছে, তা সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। তাই যারা ফিরতে চাইছিল এরাজ্যে, সেই সমস্ত পরিযায়ীরা আর এরাজ্যে ফিরতে চাইছে না। রাজ্যে বেশ কিছু জায়গায় মানুষ মাস্ক না পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সরকার সেক্ষেত্রে কিছুই করছে না।রাজ্য র‍্যাপিড টেস্ট নেই। যার কারণে অনেক রোগী লক্ষন ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই তাদের চিহ্নিত করা যাচ্ছে না।পশ্চিমবঙ্গে সংক্রমণ চেপে রেখে সমস্যাকে বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন কিছু কিছু জায়গায় লকডাউন চলছে। কিন্তু লকডাউনের ক্ষেত্রে একটা সাম্প্রদায়িকতা আছে। যেখানে কনটেন্টমেন্ট জোন করে লকডাউন করা উচিত, দেখবেন সেখানে লকডাউন নেই"।

সোনারপুরে করোনা সংক্রমণের ভয়ে রাস্তা অবরোধ, অবরোধ তুলতে পুলিশের লাঠিচার্জ

সোনারপুর, ১২ জুলাই (হি.স.) : করোনা সংক্রমণের ভয়ে এলাকার মানুষজন প্রশাসনকে জানিয়েছেন। কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে কোন সাহায্য মেলেনি। তাই বাধ্য হয়েই এলাকায় রাস্তা আটকানোর সিদ্ধান্ত নেন তারা। আর এতেই বিপত্তি। রাস্তার উপরের ব্যারিকেড তুলতে এসে বচসায় জড়িয়ে পড়ে পুলিশ ও জনতা। পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠি চার্জ করতে হয় পুলিশকে। রবিবার দুপুরে এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনার সোনারপুর থানার অন্তর্গত কালিকাপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঘের মোড় এলাকায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গ্রামে এক যুবক করোনা আক্রান্ত হয়েছে। সেই আক্রান্তের পরিবারের লোকজন যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রশাসনকে জানিয়েও মেলেনি কোনো সুরাহা। আর তাই প্রশাসনিক উদাসীনতার অভিযোগে রাস্তা অবরোধ করে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখায় রবিবার। বারুইপুর চম্পাহাটি রোডের বাঘের মোড়ে বাঁশের ব্যারিকেড করে টিন দিয়ে ঘিরে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে সোনারপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে সেই অবরোধ তুলে দিতে গেলে গ্রামবাসীদের সাথে শুরু হয় বচসা। পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ কালিকাপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহেবপুরের সর্দার পাড়ার এক যুবক করোনা আক্রান্ত।

পুনরায় লক ডাউন শুরু হতেই কমছে বাস

কলকাতা, ১২জুলাই (হি. স): লকডাউনের পর আনলক পর্বে বাসের সংখ্যা কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু করলেও পুনরায় লক ডাউনে ফের পথে কমতে শুরু করল বাসের সংখ্যা। করোনা পূর্ববর্তী সময়ে শহরে যে পরিমাণ বেসরকারি বাস চলত করোনার পরবর্তী সময় আনলক পর্বে প্রায় তার অর্ধেকের কম বাস নেমেছিল পথে। যা নিয়ে যাত্রী হয়রানির শেষ ছিল না। এদিকে ভাড়া বৃদ্ধি নিয়েও সরকারের সাথে এক প্রকার মনমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিল বাস সংগঠনগুলির।

একেই পথে পর্যাপ্ত বাস ছিল না বলে বারবার অভিযোগ করেছেন যাত্রীরা। এদিকে পর্যাপ্ত ভাড়া না পেলে নিজেদের পকেট থেকে ভর্তুকি দিয়ে আর বাস চালাবেন না বলেও কার্যত নিজেদের দাবিতে অনড় ছিলেন বাস সংগঠনের মালিকরা। এই পরিস্থিতিতে কনটেইনমেন্ট জোন গুলিতে পুনরায় লক ডাউন শুরু হওয়ার ফলে ফের পথে কমতে শুরু করেছে বাসের সংখ্যা।

মিনিবাস সংগঠন এবং পরিবহন দফতরের সূত্র অনুযায়ী প্রায় ৩০ শতাংশ কমেছে রাজপথে।আনলক পর্বে কলকাতার রাস্তায় ২,০০০ — ২,৫০০ মিনিবাস থাকত। কিন্তু ফের লকডাউন শুরু হওয়ায় তা কমে ১,৬০০-তে দাঁড়িয়েছে বলে।

নিউ আলিপুর নাবালিকার মৃত্যু কান্ডে নয়া মোড়

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি স): করোনা আবহের মাঝেই নিউ আলিপুরে নাবালিকার রহস্যমৃত্যু। কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে জট। এরই মাঝে নাবালিকা মৃত্যু মৃত্যু কান্ডে নয়া মোড়। নাবালিকার ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে, গলা টিপে শ্বাসরোধ করেই তাকে মারা হয়েছে এমনটাই মনে করছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর,তার ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে গলা টিপে শ্বাসরোধ করেই তাকে মারা হয়েছে।ঘটনা তদন্তে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার পরিবারের লোকজন হাসপাতালের চিকিৎসকদের জানিয়েছিলেন যে ওই নাবালিকা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। শুক্রবার ৩টে নাগাদ জানালা দিয়ে কিছু দেখে সে ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাড়িতেই অচেতন হয়ে যায়। তারপরই তড়িঘড়ি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানিয়েছে পরিবার।কিন্তু দেহে কিছু অস্বাভাবিকতা দেখেই ময়নাতদন্তের সুপারিশ করেন ওই চিকিৎসক। এক পরিচিত যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। মৃত্যুর জট কাঁটাতে নাবালিকার বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

কাছাড় জেলা পুলিশের বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক রদবদল

শিলচর (অসম), ১২ জুলাই (হি.স.) : দক্ষিণ অসম রেঞ্জের কাছাড় জেলার পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন শাখা ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে। ইতিমধ্যে দিশপুর সচিবালয় থেকে বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কাছাড়ের পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায়ের (এপিএস) বদলির আদেশ জারি করা হয়েছে। তাঁকে গুয়াহাটির কাহিলিপাড়ায় ১০ম এপি ব্যাটালিয়নের কামান্ডার পদে বদলি করা হয়। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন শদিয়ার পুলিশ সুপার বানোয়ারলাল মিনা (আইপিএস)।

এদিকে নয়া পুলিশ সুপার বানোয়ারলাল মিনার আগমন ও বিদায়ী পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায়ের মধ্যে দায়িত্বভার হস্তান্তরের আগেই কাছাড় জেলা পুলিশের বিভিন্ন শাখায় কর্মীদের ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে। এক আদেশে পুলিশের ডিইএফ ব্রাঞ্চের ৩০ জন মহিলা পুলিশ কনস্টবলকে জেলার বিভিন্ন থানা ও পুলিশ ফাঁড়িতে বদলি করা হয়। এই আদেশে শিলচর সদর থানার ফজবি সিংহকে তারাপুর ফাঁড়িতে বদলি করা হয় এবং সদর থানার খামলো রংমাইকে ক্লোজ করে রিজার্ভে নেওয়া হয়েছে। সদর থানার শেলি বর্মণকে ঘুংঘুর ফাঁড়িতে, বিজয়া সিনহাকে ন্যাশনাল হাইওয়ে পুলিশ পেট্রোল পোস্টে, রাঙ্গিরখাড়ি টাউন আউট পোস্টের জয়শ্রী সিনহাকে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পেট্রোল পোস্টে বদলি করা হয়।

রংপুর পিপি-র নমিতা সিংহ, ন্যাশনাল হাইওয়ে পিপি-র সুদীপা সিনহা, রিজার্ভ অফিসের হেলিমা বেগম ও ধলাই থানার মাম্পি ত্রিপুরাকে শিলচর সদর থানায় বদলি করা হয়েছ।

কালাইন পিপি-র তৃষ্ণা দেবনাথ ও রিজার্ভ অফিসের নিখিতা বর্মণকে বড়খলা থানায় বদলি করা হয়। লায়লাপুর পিপি-র পম্পি বর্মনকে পালংঘাট ফাঁড়িতে এবং পালংঘাটের পুরবীরানি দত্তকে লায়লাপুরে, সোনাই থানার ইসমাতারা বেগম মজুমদারকে কচুদরম থানায়, লক্ষ্মীপুর সাব ডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ববিতা সিংহকে জিরিঘাট থানায় এবং জিরিঘাটের রেখা বেগম লস্করকে লক্ষ্মীপুর সাব ডিভিশন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বদলি করা হয়েছে। এবাবে উধারবন্দ থানার রানি পাণ্ডেকে কুম্ভিরগ্রাম ফাঁড়িতে, কুম্ভিরগ্রামের শান্তি তাঁতিকে উধারবন্দ থানায়, কুম্ভিরগ্রাম ফাঁড়ির মালিনা বর্মণকে শিলচর পিআই কোর্টে বদলি করা হয় ।এদিকে বড়খলা থানার জাহানারা বেগমকে বিহাড়া পুলিশ ফাঁড়িতে, বিহাড়ার পুষ্পানি বর্মণকে কালাইন পিপিতে বদলি করা হয়। অন্যদিকে পিআই কোর্টের পূরবী রায়কে শিলচর ফ্যামিলি কোর্টে এবং ফ্যামিলি কোর্টের স্নেহলতা সিংহকে শ্রীকোণা পিপিতে বদলি করা হয়েঠে। রিজার্ভ অফিসের সামিনা ইফতা লস্করকে রাঙ্গিরখাড়ি টাউন ফাঁড়িতে, সোনম নাথকে সোনাই থানায়, মাম্পি চন্দকে কাটিগড়া থানায়, চন্দনা সিনহাকে অরুণাচল ফাঁড়িতে, অরুণা সিংহকে লক্ষ্মীপুর থানায়, লক্ষীপুর থানার কাসমাইদি বর্মণকে ধলাই থানায় পাঠানো হয়েছে ।অন্যদিকে ১০ জুলাইর এক আদেশে ১৯ জন এবং পৃথক আরেক আদেশে আরও ১৫ জন পুলিশ কর্মীকে বদলি করা হয়েছে। ১৯ জনের তালিকায় ট্রাফিক ব্রাঞ্চের আজাদ হুসেন লস্করকে জিরিঘাট থানায়, জিরিঘাটের সঞ্জীব রায়কে রাঙ্গিরখাড়ি টাউন ফাঁড়িতে, রাঙ্গিরখাড়ির বাহারুল হক চৌধুরীকে জিরিঘাটে, কালাইন পিপি-র মাশুক আহমেদ মজুমদারকে ট্রাফিক ব্রাঞ্চে, শিলচর রিজার্ভ অফিসের পাপন শর্মাকে টাউন ব্রাঞ্চে, মৃণাল কান্তি দাসকে পিআই কোর্টে, আলম উদ্দিন চৌধুরীকে কচুদরম থানায়, মাইগং কাবুইকে জয়পুর থানায়, কানিয়াগাইপাও রংমাইকে লক্ষ্মীপুর থানায়, রাঙ্গিরখাড়ি ফাঁড়ি থেকে পার্থপ্রতীম ভট্টাচার্যকে সোনাই থানায়, সোনাই থানার শরৎ সিংহকে রাঙ্গিরখাড়ি ফাঁড়িতে, কচুদরম থানার নীহাররঞ্জন দেবকে কাটিগড়া থানায়, ধলাই থানার প্রসন্ন সূত্রধরকে টাউন ব্রাঞ্চে, জিরিঘাট থানার মাশুক উদ্দিন লস্করকে ট্রাফিক ব্রাঞ্চে, টাউন ব্রাঞ্চের বাবুল সিনহাকে ধলাই থানায়, পিআই কোর্টের অরুপ কুমার সেনকে এসপি অফিসে, ট্রাফিক ব্রাঞ্চের বাবু সিনহাকে কালাইন পিপি এবং লক্ষ্মীপুর থানার মণির উদ্দিন লস্করকে কাটিগড়া থানায় বদলি করা হয়েছে।১৫ জনের তালিকায় সোনাই থানার এসআই জাকারিয়া চৌধুরীকে কচুদরম থানার ওসি পদে বদলি করা হয়েছে। কচুদরমের ওসি এসআই আতিকুর রহমানকে সোনাই থানায় অ্যাটাশডঅফিসার হিসেবে, কালাইন পিপি-র এএসআই শিবু দাসকে শিলচর সদর থানায়, বড়খলা থানার এএসআই চন্দ্রমণি সিংহকে কালাইন পিপি-তে, শিলচর সদর থানার এএসআই সুরনাথ সিনহাকে বড়খলা থানায়, রিজার্ভ অফিসের পুলিশ কর্মী রাজু বাহাদুর ছেত্রীকে ন্যাশনাল হাইওয়ে পিপি-তে, ফরুল ইসলাম বড়ভুইয়াঁকে মালুগ্রাম টাউন ফাঁড়িতে, শাহারুজ্জামান লস্করকে বড়খলা থানায়, কচুদরম থানার বাহার আহমদ লস্করকে মালুগ্রাম টাউন ফাঁড়িতে,

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা আক্রান্ত তরুণকে ফেরানোর অভিযোগে হাসপাতাল গুলির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের পরিবারের

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি স): হাসপাতাল হয়রানিতে মৃত্যু উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। পরপর বেশ কয়েকটি হাসপাতাল ঘুরেও মেলেনি চিকিৎসা । শেষমেষ মা-বাবার চোখের সামনেই মৃত্যু তরুণের। সুবিচারের আশায় রাজ্যের দু'টি সরকারি এবং একটি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে বেলঘরিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের পরিবারের। রবিবার হাসপাতাল পরিদর্শনে যান বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ।

উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুরের বাসিন্দা মৃত ওই তরুণ বৃহস্পতিবার রাতে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রথমে তাকে কামারহাটির ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেই সময় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর রক্তে শর্করার মাত্রা অত্যন্ত বেশি ছিল। তাই তাঁর সেখানে চিকিৎসা হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। এরপর বেলঘরিয়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে যান তাঁরা। তবে সেখানেও চিকিৎসার জন্য দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। পুলিশের সহযোগিতায় বেসরকারি হাসপাতালে ওই ছাত্রের করোনা পরীক্ষা করানো হয়। কিন্তু বেসরকারি হাসপাতালের তরফে রিপোর্ট হাতে লিখে দেওয়া অভিযোগ ওঠে। রিপোর্টে করোনার প্রমাণ মেলায় তাঁকে বেসরকারি হাসপাতাল ভরতি নিতে অস্বীকার করে। এরপর তাঁরা আবারও কামারহাটি ইএসআই হাসপাতালে যান। সেখান থেকে সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজে যেতে বলা হয় তাঁদের। সেখানেও যান। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের জানিয়ে দেয় বেড নেই। এরপর আবারও কামারহাটির ইএসআই হাসপাতালে ফিরে যান তাঁরা ।অবশেষে লালবাজারের পুলিশদের সহযোগিতায় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে আসেন তাঁরা। তবে অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওই তরুণের চিকিৎসা প্রথমে করতে চায়নি। তারপর যদিও ওই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মা আত্মহত্যার হুমকি দেন। স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে ঢুকতে দেওয়া হয়। এরপর শনিবার সকালে জানানো হয় শুক্রবার রাতে মারা গেছে ওই তরুণ ।তবে পরিবারের অভিযোগ, কোনও চিকিৎসাই হয়নি ওই তরুণের। ইতিমধ্যে বেলঘরিয়া থানায় ওই বেসরকারি হাসপাতাল, সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন তরুণের পরিবারের সদস্যরা।

বিকাশ দুবের জন্য যারা গলা ফাঠাচ্ছেন তাদের অপদার্থ বলে কটাক্ষ রাহুল সিনহার

হুগলি, ১২ জুলাই (হি. স.): উত্তরপাড়ায় এক রক্তদান শিবিরে এসে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জিকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা।

কানপুরের গ্যাংস্টার বিকাশ দুবের এনকাউনটারের ঘটনায় তিনি বলেন, দস্যুর শাস্তি যা হওয়ার তাই হয়েছে। যে দস্যু আটজন পুলিশকে খুন করেছে তার জন্য যে অপদার্থ না গলা ফাটাচ্ছে তখন এরা কোথায় ছিল। তখন কল্যাণ ব্যানার্জি কোথায় ছিল। এই বাহুবলীরা আইনকে পুতুলে পরিনত করেছে ।তবে এদের হয়ে তৃণমূল গলা ফাটাবেই কারণ যত চোর, গুন্ডা,লুটেরা তৃণমূলেই শেল্টার নিয়েছে। এদিন উত্তরপাড়া বিজেপি মন্ডলের পক্ষ থেকে হিন্দমোটরে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। যেখানে রাহুল সিনহা সহ উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর সাংগঠনিক সভাপতি শ্যামল বসু সহ বিজেপি নেত্রী কৃষ্ণা চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে। অন্যদিকে বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে উত্তরপাড়া দোলতলায় এক রক্তদান শিবিরে আয়োজন করা হয় যেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য নেতা হাওড়া জেলার নেতা উমেশ রাই।

অমিতাভ অভিষেকের পর এবার করোনা আক্রান্ত ঐশ্বর্য- আরাধ্যা

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি স): করোনার মরণ কামড় এবার বসাল বচ্চন পরিবরের আরও দুই সদস্যের শরীরে। অমিতাভ বচ্চন অভিষেক বচ্চন এরপর এবার করোনা আক্রান্ত ঐশ্বর্য রাই বচ্চন ও আরাধ্যা বচ্চন। রবিবার দ্বিতীয়বার করোনা টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে তাঁদের। শনিবার নিজেই টুইট করে করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়েছিলেন বলিউড শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চন। পাশাপাশি টুইট করে করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর জানান অভিষেক বচ্চনও। এরপর বচ্চন পরিবারের সকলেরই করোনা পরীক্ষা করা হয়। রবিবার করোনা রিপোর্ট ফের পজিটিভ আসে অমিতাভ বচ্চন অভিষেক বচ্চনের। এদিকে প্রথমবার করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ আসলেও দ্বিতীয় বার করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে ঐশ্বর্য- আরাধ্যার ।এখনও পর্যন্ত জয়া বচ্চনের করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে বলেই খবর। বর্তমানে মুম্বইয়ের নানাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয় অমিতাভ বচ্চনকে। সেখানেই রয়েছেন তিনি। জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে অভিনেতার তিনটি বাংলো।

আটক করল পুলিশ

আটের পাতার পর

আশরফ সহরাইকে আটক করা হয়েছে। সম্প্রতি গত মাসে অল পার্টি হুরিয়াত কনফারেন্স থেকে অবসর নেন গিলানি। সেই সঙ্গে তেহরিক-ই-হুরিয়তের চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করেন তিনি।

আদিত্যনাথের

আটের পাতার পর

স্ক্রীনিংয়ের জন্য ১. ৪০ লাখের বেশি দল গঠন করা হয়েছে ।আর টি পি সি আরের মাধ্যমে এখনো পর্যন্ত দৈনিক ৩০ হাজার পরীক্ষা করা হচ্ছে। ট্রু নেট যন্ত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হচ্ছে দৈনিক দুই হাজার উল্লেখ করা যেতে পারে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫০৯২।

পুলিশের জালে

আটের পাতার পর

হয়েছে। আটক নেশা কারবারির নাম নাসির আহমেদ। তার কাছ থেকে ব্রাউন সুগার সহ একটি মোটরবাইক উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। তার বিরুদ্ধে এনডিপি এস ধারায় বিশালগড় থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরে সে নেশা কারবারের সঙ্গে জড়িত। লকডাউন চলাকালেও সে নেশা কারবার থেকে সরে আসেনি। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ নোয়াপাড়ায় তার বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে এই চক্রের জড়িত আরো নেশা কারবারীদের সম্পর্কে তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে বিশালগড় থানার পুলিশ।

আতঙ্কে জেলাবাসী

তিনের পাতার পর

কোনও ব্যক্তি করোনার নীতি নিয়ম মেনে না চললে তার বিরুদ্ধে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার এসবিআইয়ের রাজীব দে নামের এক কর্মীর শরীরে করোনা উপসর্গ দেখা গেলে সোয়াব নমুনা টেস্ট করতে দেন তিনি। টেস্টের ফলাফল পজিটিভ আসে। এই ঘটনার পর শিবসাগরে এসবিআইয়ের ওই শাখাকে বর্তমানে কনটেনমেন্ট জোনের আওতায় রাখা হয়েছে। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে গোটা শিবসাগরবাসী করোনা আতঙ্কে রয়েছেন।

করোনায় মৃত্যু ইস্ট ট্রাফিক গার্ডের সিভিক ভলান্টিয়ারের

কলকাতা, ১২জুলাই (হি. স): করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল ফের এক পুলিশকর্মীর। ইস্ট ট্রাফিক গার্ডে কর্মরত ছিলেন ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার। শনিবার রাতে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

সূত্রের খবর বেশ কিছুদিন আগেই করোনার উপসর্গ নিয়ে নমুনা পরীক্ষা করান ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার। এরপরই তার রিপোর্ট পজিটিভ আসায় তাকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় গতকাল রাতে তার মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যেই রিপোর্টে জানা গেছে শুধুমাত্র করোনা আক্রান্তের জন্যই তার মৃত্যু হয়েছে। ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার এর সংস্পর্শে যারা এসেছিলেন তাদের তালিকা তৈরি করে তাদের নমুনা পরীক্ষা ও কোয়ারেন্টিন করা হচ্ছে।

অভিনেত্রী রেখার বাসভবন সিলড করে দেওয়া হলো

মুম্বই, ১২ জুলাই (হি. স.): বর্ষীয়ান বলিউড অভিনেত্রী রেখার বাসভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক কর্মী শরীরে পাওয়া গেল করোনা সংক্রমণ। এর জেরে রেখার মুম্বইয়ের বান্দ্রার সি স্প্রিং নামে বাংলোকে সিলড করে দিল স্থানীয় পৌরসভা ।পাশাপাশি বাংলোটিকে কন্টামিনেশন জোন হিসেবে চিহ্নিত করে বোর্ড ঝুলিয়ে লেখা হয়েছে পৌরসভার তরফ থেকে ।বর্তমানে ওই কর্মী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার সংস্পর্শে আসা লোকেদের চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে শনিবার রাত থেকে গোটা ভারত জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। করোনা আক্রান্ত অমিতাভ বচ্চন এবং অভিষেক বচ্চন। এই খবর পাওয়ার পরই চাঞ্চল্যতা বেড়ে চলে। এদিন সকালে জানা যায় যে অনুপম খেরের মা, ভাই, ভাইয়ের বউ, ভাইজি করোনা আক্রান্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত সামাজিক মাধ্যমে বচ্চন পরিবারে করোনা হানা এবং রেখার বাসভবন সিল করে দেওয়া নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে।

করোনায় মৃত্যু ইস্ট ট্রাফিক গার্ডের সিভিক ভলান্টিয়ারের

কলকাতা, ১২জুলাই (হি. স): করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল ফের এক পুলিশকর্মীর। ইস্ট ট্রাফিক গার্ডে কর্মরত ছিলেন ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার। শনিবার রাতে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

সূত্রের খবর বেশ কিছুদিন আগেই করোনার উপসর্গ নিয়ে নমুনা পরীক্ষা করান ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার। এরপরই তার রিপোর্ট পজিটিভ আসায় তাকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় গতকাল রাতে তার মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যেই রিপোর্টে জানা গেছে শুধুমাত্র করোনা আক্রান্তের জন্যই তার মৃত্যু হয়েছে। ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার এর সংস্পর্শে যারা এসেছিলেন তাদের তালিকা তৈরি করে তাদের নমুনা পরীক্ষা ও কোয়ারেন্টিন করা হচ্ছে।

স্ত্রীকে হত্যা করে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর

বাঁকুড়া, ১২ জুলাই (হি. স.): স্ত্রীকে হত্যা করে স্বামীর আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রামসাগর অঞ্চলের মৌচূড়া গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৌচূড়া গ্রামের নিতাই বাউরি (৫৪) কাঠের মুগুর দিয়ে স্ত্রী দুর্গা বাউরির(৪৮) মাথায় আঘাত করে। মুগুরের আঘাতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় দুর্গা। এরপরই কীটনাশক খেয়ে নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা করে নিতাই। এই খবর জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে হাজির হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে পরকীয়া প্রেমের কারণে নিতাই দুর্গাকে সন্দেহ করতো ।এই নিয়ে প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হতো ।আজ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার পর এই ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

১৪ দিনেও কোভিড রিপোর্ট নেই, আত্মঘাতী মহিলা, প্রতিক্রিয়া হাইলাকান্দিতে

হাইলাকান্দি (অসম), ১২ জুলাই (হি.স.) : করোনা অতিমারির কবলে হাইলাকান্দি জেলা। অতিরিক্ত জেলাশাসক, জেলাশাসকের কার্যালয়ের কর্মচারী, পুলিশ, চিকিৎসক থেকে সাধারণ মানুষ, করোনার ছোবল থেকে রেহাই মিলছে না কারও। এর মধ্যেও সাধারণ মানুষের সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। বিশেষ করে সোয়াব রিপোর্ট পাওয়া নিয়ে সমস্যা জটিল আকার ধারণ করেছে। এরই মধ্যে সোয়াব সংগ্রহের ১৪ দিন পরও রিপোর্ট না পেয়ে হাইলাকান্দি জেলার জনৈক মহিলা আতঙ্ক ও হতাশায় আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর আত্মহত্যার কারণ হিসেবে উঠেছে এমনই অভিযোগ। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে জেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে। মহিলার নাম পারভিন তাজ।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, নিশ্চিন্তপুর গ্রামের বাসিন্দা জনৈক আবুল হুসেন কর্মসূত্রে পত্নী পারভিন এবং সাত বছরের ছেলেকে নিয়ে দীর্ঘ দিন থেকে বেঙ্গালুরুতে থাকতেন। লকডাউনের জেরে কর্মসংস্থান হারিয়ে গত ২৮ জুন পত্নী সন্তানকে নিয়ে গৃহজেলা হাইলাকান্দিতে গ্রামের বাড়ি ফিরে আসেন আবুল হুসেন। হাইলাকান্দি আসার পর গ্রামের একটি বিদ্যালয়ে কোয়ারেন্টাইন করা হয় তাঁদের। ওই দিন, ২৮ জুন তাঁদের সোয়াব সংগ্রহ করে নিয়ে যান স্বাস্থ্যকর্মীরা। কিন্তু ১৪ দিনের মধ্যে তিনজনের মধ্যে কেবল স্বামী আবুল হুসেনের রিপোর্ট আসে, নেগেটিভ। ছেলে এবং তাঁর রিপোর্ট না আসায় হতাশা, দুশ্চিন্তা আর ভয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন পারভিন।

এই তথ্য দিয়ে মৃতার স্বামী আবুল স্বামী জানান, ইতিমধ্যে বেঙ্গালুরুতে তাঁদের চার প্রতিবেশীর করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে খবর শুনে আরও আতঙ্কিত হয়ে যান স্ত্রী পারভিন। কিন্তু তিনি যে এই পথ বেছে নেবেন তা কল্পনাও করতে পারেননি আবুল। জানান আজ ভোর চারটা নাগাদ বিদ্যালয়ের শৌচাগারে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিকে ঘটনার খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লে এলাকার মানুষ জড়ো হতে শুরু করে বিদ্যালয়ের বাইরে। খবর যায় পুলিশের কাছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে প্রথামিক এনকুয়েস্ট করে পারভিনের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য হাইলাকান্দি শহরে সন্তোষ কুমার রায় অসামরিক হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জেলার সংশ্লিষ্ট মহলে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের কর্তব্যে গাফলতির বিরুদ্ধে। অনেকে ঘটনার তদন্ত দাবি করেছেন।

স্ত্রী ও 'শ্বশুর'-কে খুন, ছেলেকে সাহায্য করায় গ্রেফতার মা

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি স):ফের শহরে রহস্য মৃত্যু। এবার সোনারপুরে গৃহবধূ ও তাঁর পালক-পিতাকে খুনের অভিযোগ উঠল জামাই বিরুদ্ধে। খুন করতে ছেলেকে সাহায্য মায়ের। রবিবার অপরাধীর মাকে গ্রেফতার পুলিশের।

পুলিশ সূত্রে খবর, এক গৃহবধূ ও তার পালক পিতাকে খুনের অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। মূল অভিযুক্ত মৃত বধূর স্বামী রমেশ পণ্ডিত। কিন্তু খুনের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন অভিযুক্তর মা। শুধু তাই নয় ছেলেকে সাহায্য করা ও তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগে উঠেছে অভিযুক্তর মা-র বিরুদ্ধে ।অভিযোগের ভিত্তিতেই এদিন ওই মহিলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে, মূল অভিযুক্ত এখনও অধরা।

চাঞ্চল্য

● **প্রথম পাতার পর**

নিজ ঘরেই ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। তবে আসলে এই মৃত্যুর পিছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে তা একমাত্র পুলিশী তদন্তেই বের হয়ে আসতে পারে।

এদিকে, জোলাইবাড়ী কাকুলিয়া এলাকা থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার। ঘটনার বিবরনে জানা যায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ী কাকুলিয়ার বাসিন্দা বাবুল নমঃ -র ছেলে সুব্রত নমঃ , বয়স ২০, শনিবার বিকালবেলা বাড়ি থেকে বের হয়। রাত্রি বেলায় ঘরে না ফেরার ফলে বাড়ীর লোকজন সুব্রত নমঃ কে খোঁজ করতে শুরু করে। অবশেষে রাত আনুমানিক ১০ টা নাগাদ বাড়ীর পাশে জঙ্গলে একটি গাছের মধ্যে সুব্রত নমঃ এর দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় পরিবারের লোকজন। ঘটনার বিবরন জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানায় জানানো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ রাত্রিবেলায় ঘটনাস্থলে গিয়ে সুব্রত নমঃকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে চলে আসে। পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকে জানা যায় পুলিশ রাত্রি বেলায় মৃতদেহ গাছ থেকে নামায়নি।

রবিবার সকালে সুব্রত নমঃ-র মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামানো হয়। পুলিশের এই ধরনের ভূমিকা ক্ষোভ রয়েছে এলাকার লোকজনদের মনে। অপর দিকে জানা যায় সুব্রত নমঃ গত ৪ বছর আগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। বিবাহের এক বছর পরে সুব্রত এর সহধর্মীনি তাকে ছেরে বাপের বাড়ী চলে গেছে। তখন থেকে শুরু হয় পারিবারিক অশান্তি। এই পারিবারিক অশান্তির ফলে সুব্রত নমঃ আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিক ধারনা।

১০৫ জন

● **প্রথম পাতার পর**

দেশ হচ্ছে ভারত ।গোটা বিশ্ব ভেবেছিল করোনা মোকাবিলায় ভারত কি করবে ।কিন্তু এখন করোনা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্যকে নিরীক্ষণ করে খুশি বিশ্ব। এই মুহূর্তে ভারত সাফল্যের সঙ্গে করোনা প্রতিরোধের কাজ চলছে। করোনা নির্মূলের লক্ষ্যে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা অপরিসীম ।এই সকল করোনা যোদ্ধাদের কুর্নিশ জানাই ।জঙ্গি দমনের পাশাপাশি করোনা দমন কি করে করতে হয় সেটাও তারা দেখিয়ে দিয়েছে। আগামী দিনে যখনই করোনা সংকটকাল নিয়ে ইতিহাস লেখা হবে তখন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের আত্মত্যাগকে মনে রাখা হবে ।সর্ব ত্যাগী সেইসব জওয়ানদের পরিবারবর্গের সঙ্গে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ।সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স এর বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

গ্রামবাসীরা

● **প্রথম পাতার পর**

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ওই চিতাবাঘ গুলি এলাকার বিভিন্ন বাড়িঘর থেকে হাঁস মোরগ সহ বিভিন্ন পালিত পশু পাখি নিয়ে গেছে। চিতাবাঘের তাণ্ডবে এলাকার জনগণ রীতিমতো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। কখন যে কোন অঘটন ঘটে যায় তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিনাতিপাত করছেন এলাকার মানুষজন। সে কারণে এলাকার লোকজন জঙ্গলে ফাঁদ পেতেছিলেন চিতাবাঘকে আটক করার জন্য। অবশেষে সেই ফাঁদে ধরা পড়েছে একটি চিতাবাঘ। এলাকার জঙ্গলে আরো চিতাবাঘ রয়েছে বলে এলাকাবাসী জানিয়েছেন।

এসডিএম

● **প্রথম পাতার পর**

পৌঁছে যাবে ।তাতে পণ্য পরিবহন খরচ অনেক কমে যাবে ।বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে স্বপ্ন বলে মনে করা হলেও বর্তমানে সেটি বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে এটা রাজ্যবাসীর কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সোনামুড়া নৌবন্দরে ছোট জাহাজ কে বরণ করতেসোনামুড়া বোমাবাজিসহ রাজ্যবাসী প্রস্তুত রয়েছেন। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে সংবাদমাধ্যমগুলো মুখিয়ে রয়েছে।

রোগী

● **প্রথম পাতার পর**

বিষয়ে এয়ারপোর্ট থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।এর আগেও নরসিংগর স্থিত সাইক্রিয়াটিক হাসপাতাল থেকে মানসিক রোগী পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পর পর এসব ঘটনাকে ঘিরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বাসিন্দাদের

● **প্রথম পাতার পর**

এপারে আসতে পারছিল না। তারা বহু কষ্টে জীবন যাপন করে আসছিল। শেষপর্যন্ত প্রশাসনের হস্তক্ষেপে এই সমস্যার সমাধান হলো।

করোনা আক্রান্ত ঐশ্যরিয়া রায় ও তাঁর কন্যা

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি স): করোনা আক্রান্ত ঐশ্যরিয়া রায় ও তার কন্যা। রবিবার তাদের রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। অন্যদিকে, ফের করোনা হানা বলিউডে। অমিতাভ বচ্চনের পর এবার করোনা আক্রান্ত অভিনেতা পার্থ সামথন। রবিবার টুইট করে নিজেই একথা জানালেন অভিনেতা। বর্তমানে এক ধারাবাহিকের লিড রোলে অভিনয় করছিলেন অভিনেতা। কিন্তু করোনা আক্রান্ত হওয়ার পরেই শ্যুটিং বন্ধ করে দেওয়া হয় এই ধারাবাহিকের ।

অভিনেতা টুইট করে লিখেছেন, " , আমি কোভিড ১৯- পজিটিভ । গত কয়েকদিন ধরে আমার সাথে যারা রয়েছেন তাদের কাছে আমি অনুরোধ করব এবং দয়া করে তারাও পরীক্ষা করুন। আমি সেল্ফ কোয়ারেন্টাইনে আছি"।

দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত হোজাইয়ের বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেবের

হোজাই (অসম), ১২ জুলাই (হি.স.) : এবার দলই ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হোজাইয়ের বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেব। রবিবার এখানে সাংবাদিকদের ডেকে তাঁর এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিধায়ক শিলাদিত্য। সাংবাদিকসম্মেলনে তিনি জানান, এখনও তাঁর পদত্যাগপত্র দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে পাঠাননি। আগামী ১৪ জুলাই দল ছাড়ার কথা জানিয়ে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠাবেন।

তবে তিনি জানান, বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাসকে হোয়াটসঅ্যাপ ম্যাসাজে দল ত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। আচমকা দল ছাড়ার সিদ্ধান্তের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ৩০ বছর ধরে বিজেপিতে আছেন। এখন তিনি গুরুত্বহীন। তবে আর রাজনীতি করবেন না বলে নাকি স্থির করেছেন জানান বিধায়ক।

প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিককালে দলের কতিপয় নেতার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন শিলাদিত্য। তাছাড়া অসমে হিন্দু বাঙালি নির্যাতন, বিশেষ করে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের পক্ষে বহু মন্তব্য করে রাজ্যে শোরগুল বাঁধিয়েছিলেন তিনি। এখানে কেউ কেউ তাঁকে বিতর্কিত বিধায়ক হিসেবেও আখ্যা দিয়েছে।

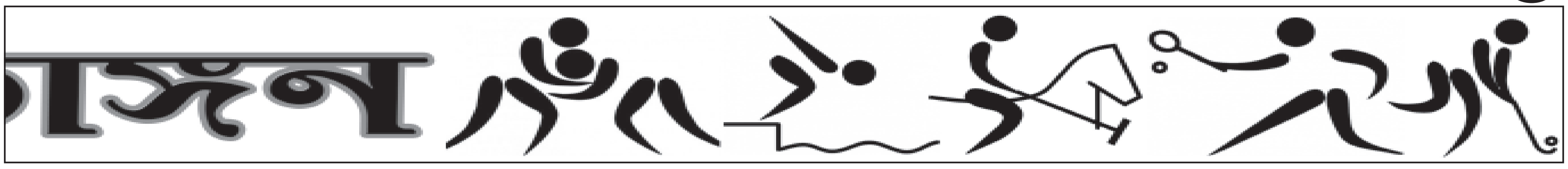

৫ বদলি স্থায়ী করার ভাবনা

অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতির পর ঠাসা সূচিতে খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যঝুঁকির বিবেচনায় করা পাঁচ বদলি খেলোয়াড়ের নিয়মটি স্থায়ী করা হতে পারে। এমন আভাস দিয়েছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।অনলাইনে 'ওয়ার্ল্ড ফুটবল সামিট'এর শেষ পর্বে শুক্রবার বিশ্বকাপজয়ী সাবেক ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার রোনালদোর সঙ্গে কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় এমন আভাস দেন ফিফা প্রধান।করোনাভাইরাসের কারণে প্রায় তিন মাসের বিরতি শেষে শুরু হওয়া লিগগুলোয় ঠাসা সূচিতে খেলতে হচ্ছে ফুটবলারদের। বেশ কিছু টুর্নামেন্ট ও লিগ পিছিয়ে যাওয়ায় ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবল সামনের দিনগুলোতেও এই ধারায় চলবে। বাস্তবতার প্রেক্ষিতে খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যের বিষয়টি মাথায় রেখে পাঁচ বদলির বিষয়টি স্থায়ী করার কথা ভাবছেন ইনফান্তিনো।"চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শেষ হবে অগাস্টের শেষে। পরে আন্তর্জাতিক ফুটবল, লিগের পরের মৌসুম এবং তারপর ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। এরপর শুরু হবে ২০২১-২২ মৌসুমে, যে পর্বে হবে কাতার বিশ্বকাপ। খুবই ব্যস্ত সূচি।""তাই খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের খুব সচেতন থাকা দরকার। আমরা পাঁচ বদলির নিয়ম পেয়েছি এবং সম্ভবত এটি চালিয়ে যাওয়া ভালো হবে। বিষয়টি গুরত্ব সহকারে ভাবতে হবে।"

সাকিব-সোবার্স-বেনোকে ছাড়িয়ে গেলেন হোল্ডার

সাউদাম্পটন টেস্ট যেন দুহাত ভরে দিচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক জেসন হোল্ডারকে। ক্রিকেট ইতিহাসের ষষ্ঠ অধিনায়ক হিসেবে এই টেস্টেই নাম লিখিয়েছেন ২০০ উইকেটের মাইলফলকে। অধিনায়ক হিসেবে ক্যারিয়ার সেরা বোলিং করে প্রথম ইনিংসে নেন ৪২ রানে ৬ উইকেট। প্রথম ইনিংসে আউট করেন ইংলিশ অধিনায়ক বেন স্টোকসকে। এরপর দ্বিতীয় ইনিংসেও স্টোকসকে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠান হোল্ডার। আর এতেই আরেকটি কীর্তি গড়লেন এই ক্যারিবীয় পেসার। তৃতীয়বারের মতো অধিনায়ক হিসেবে প্রতিপক্ষ অধিনায়ককে দুই ইনিংসেই আউট করলেন হোল্ডার।

এর আগে যে কীর্তি দুবার করে গড়েছিলেন রিচি বেনো, গ্যারি সোবার্স ও সাকিব আল হাসান। জ্যাক ক্রলি ও বেন স্টোকসের জুটিতে যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হাত থেকে লাগাম হাতছাড়া হতে বসেছিল তখনই ছোবল বসান হোল্ডার। দারুণ এক ডেলিভারিতে আবারও স্টোকসকে ফেরান।

প্রতিপক্ষের নির্দিষ্ট একজন ব্যাটসম্যানকে দুই ইনিংসে ১৫ বার আউট করে ইমরান খানকে ছুঁয়ে ফেললেন তিনি। আর একই টেস্টের দুই ইনিংসের একজন নির্দিষ্ট ব্যাটসম্যানকে সর্বোচ্চ ১৮ বার আউট করেছেন শুধুই রিচি বেনো।এই টেস্টে একটা কীর্তি গড়েছেন বেন স্টোকসও। আউট হওয়ার আগে দ্বিতীয় দ্রুততম টেস্টে ৪০০০ রান ও ১৫০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন তিনি।

মালিঙ্গাও এক সময় ছিলেন মোস্তাফিজের মতো

ইংরেজিতে দুর্বল মোস্তাফিজের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ রাখতেন সেই অভিজ্ঞতার কথা জানালেন সাবেক সানরাইজার্স হায়দরাবাদ কোচ টম মুডি

২০১৬ সালে তরুণ মোস্তাফিজুর রহমানকে দলে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছিল আইপিএল দল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতার কারণে মোস্তাফিজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ছিল বেশ কঠিন। দলের আবার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি। প্রায় প্রতি ম্যাচেই ভালো বোলিং করছিলেন। কিন্তু ম্যাচের আগে টুকটাক পরিকল্পনা নিয়ে মোস্তাফিজুর সঙ্গে কথা বলতে গেলে দলটির তখনকার প্রধান কোচ টম মুডিকে সমস্যায় পড়তে হতো। তখন শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি লাসিথ মালিঙ্গার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা কাজে এসেছে মুডির।১৫ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলে ফেলা মালিঙ্গা এখন ভালোই ইংরেজি বলতে পারেন। কিন্তু ক্যারিয়ারের শুরুতে মুখ দিয়ে দুই শব্দও নাকি বের হতো না। তখন মালিঙ্গার সঙ্গে কথা বলার সময় দলের আরেক ক্রিকেটারকে দোভাষী হিসেবে ব্যবহার করতেন মুডি। হায়দরাবাদে মোস্তাফিজের ক্ষেত্রেও একই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন এই অস্ট্রেলীয় কোচ।কাল ক্রিকবাজের এক সাক্ষাতকারে মুডি বলেছিলেন, "আমি তরুণ মালিঙ্গার কথা বলছি, সেই ২০০৫ এর কথা। যখন আমি শ্রীলঙ্কার কোচ ছিলাম। আমি সবার সঙ্গে আলাদা করে কথা বলতাম। ৪ মাস পর একদিন মাহেলা (জয়াবর্ধনে) এসে আমাকে বলে, মালিঙ্গা আপনার একটা কথাও বুঝতে পারে না। এটা আমার কোচিং ক্যারিয়ারের জন্য বড় একটা শিক্ষা ছিল। এরপর কোন খেলোয়াড়ের ইংরেজিতে সমস্যা থাকলে আমি স্থানীয় খেলোয়াড়দের দিয়ে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করি, তাঁরা যেন নিজেদের অগুরুত্বপূর্ণ না করে।"হায়দরাবাদ দলে কলকাতার ক্রিকেটার রিকি ভুঁইকে দিয়ে মোস্তাফিজের দোভাষীর কাজ চালান মুডি, "হ্যাঁ, রিকি ভুঁই ছিল দলের সঙ্গে। সে ফিজের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতো। সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে মোস্তাফিজকে বার্তা পৌঁছে দিতে। মোস্তাফিজের মতো কারো সঙ্গে কথা বলতে হলে আপনাকে অল্পতে সব কিছু বুঝিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে রিকি না থাকলে যোগাযোগ রক্ষা করা অসম্ভব হতো।"২০১৬ সালে আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয় হায়দরাবাদ। শিরোপা জয়ে মোস্তাফিজের বড় ভূমিকা ছিল। সেই বছর টুর্নামেন্টের সেরা উদীয়মান ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছিলেন এই বাঁহাতি পেসার।

নিজেকে এখনো তরুণ ভাবেন সৌরভ

আইসিসি সভাপতি পদের বিবেচনায় নিজেকে তরুণ বলে আখ্যা দিয়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলী।আইসিসির চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন শশাঙ্ক মনোহর। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার পরবর্তী চেয়ারম্যান হবেন কে ? যাঁদের নাম আলোচনায় এসেছে তাঁদের সঙ্গে আছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান সৌরভ গাঙ্গুলীও। অন্য দুজন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান ডেভ ক্যামেরন ও ইংল্যান্ডের কলিন গ্রেভস। এই জনের তুলনায় খেলার মাঠের পারফরম্যান্সে অনেক এগিয়ে সৌরভ। তবে আইসিসির পদের জন্য বয়সে অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে থাকবেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক।তাই এই মুহূর্তে নিজেকে আইসিসি সভাপতির পদের জন্য ভাবছেন না কলকাতার মহারাজা। আইসিসি সভাপতি হওয়ার মতো উপযুক্ত বয়স হয়নি বলে স্থানীয় গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন সৌরভ , "আমি জানি না যে এই পর্যায়ে এটি সঠিক কি না বা এই সময়ে এসে আমাকে বিসিসিআই ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হবে কি না। আমি কোনো তাড়াহুড়ো করছি না, আমি বয়সে এখনো তরুণ। এই ধরনের সম্মানজনক কাজ জীবনে একবার করলেই হয়। আপনি যদি দুর্দান্ত প্রশাসকদের দেখেন , তাঁরা একবারই করেছেন।"

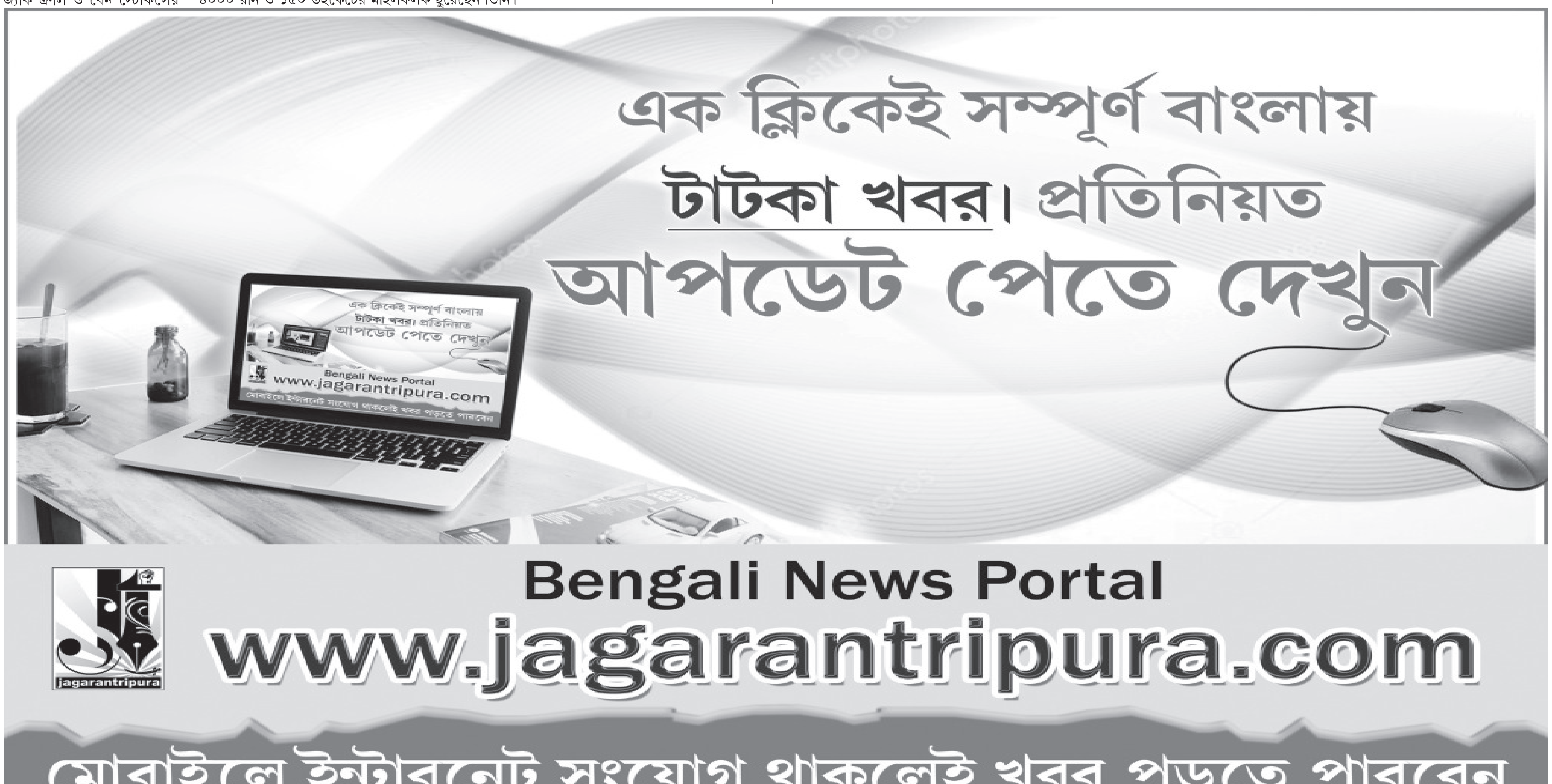

কাপড়ের দোকানে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ জুলাই।। গতকাল তথা শনিবার রাতে একটি রেডিমেড কাপড়ের দোকানে হাতসাফাই করল নিশিকুটুম্বের দল। দোকান থেকে প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা মূল্যের সামগ্রী হাতসাফাই করলো চোরের দল। এই ঘটনায় আতঙ্ক বিরাজ করছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন গামাইবাড়ি এলাকায়।

তেলিয়ামুড়ায় জুয়ারি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মহারানী পুর এলাকা থেকে এক জুয়াড়িকে নগদ টাকা ও জুয়া খেলার সামগ্রী সহ পাকড়াও করেছে। সংবাদ সূত্রে জানা যায় তেলিয়ামুড়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর শ্যামল দেবনাথ এর নেতৃত্বে পুলিশ মহারানী পুরে হানা দেয়। সেখানে তীর নামক জুয়ার ব্যবসার চলছিল। হানা দিয়ে যথারীতি পুলিশ সাফল্য পেয়েছে।

জুয়া খেলার মূল পান্ডাকে নগদ ২৬ হাজার পাঁচশত টাকা সহ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মহারানী পুর এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই জুয়ার রমরমা ব্যবসা চলছে। সর্বনাশা জোয়ার কবলে পড়ে বহু পরিবার সর্বশান্ত হচ্ছে। দিনমজুর শ্রমিক থেকে শুরু করে কলেজ পড়ুয়া ছাত্ররাও জুয়ার নেশায় আচ্ছন্ন হচ্ছে, বাদ পড়ছে না গৃহবধূরাও। অনেকেই রোজগারের টাকা জুয়ার আসরে ঢেলে দিয়ে খালি ব্যাগ নিয়ে ঘরে ফিরতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে উনুন জ্বলছে না অনেক পরিবারের। এ নিয়ে অনেক পরিবারে অশান্তির আগুন জ্বলছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সর্বনাশা জুয়া খেলার আসর ভেঙ্গে দিয়ে আইনানুগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এলাকাবাসী তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তেলিয়ামুড়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর শ্যামল দেবনাথ এর নেতৃত্বে পুলিশ জুয়া বিরোধী অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে।

বিশালগড় ব্লকের ভাইস চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ বণিকের মৃত্যুতে শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। বিশালগড় ব্লকের ভাইস চেয়ারপারসন বিশ্বজিৎ বণিকের মৃত্যুতে শোক। দীর্ঘদিন যাবৎ মাথায় টিউমার জনিত কারণে রোগে ভুগছিলেন বিশালগড় ব্লক চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ বণিক। বর্তমান বিজেপি সরকার গঠন করার ক্ষেত্রে ২০১৭ শেষদিকে পার্টিতে জয়েন করে বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রে বিজিবি যে কর্মসূচি তার সমস্ত জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বিজেপি একনিষ্ঠ কর্মী বিশালগড় ব্লক ভাইস চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ বণিক।২০১৯ সালের শেষ দিকে উনি বিশালগড় ব্লক ভাইস চেয়ারপার্সন পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। উনি বিশালগড় ব্লক বাইস চেয়ারপার্স হিসেবে নিযুক্ত হয়ে সাধারণ জনগণের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করেছিলেন। বিশালগড় বিজেপি কার্য কর্তারা রাজনৈতিক জীবনে যখনই কখনো কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখনি ছুটে আসতেন বিজেপির এই একনিষ্ঠ কর্মী বিশ্বজিৎ বনিকের কাছে।

দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি টিউমার জনিত রোগের কারনে কষ্ট পাচ্ছিলেন। আজ থেকে দু চারদিন বাদে উনার রাজ্যের বাইরে নিয়ে চিকিৎসার কথা ঠিকঠাক হয়েছিল কিন্তু মৃত্যুর কাছে তিনি অবশেষে হেরে যান। রবিবার সকালে জিবি হাসপাতাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে উনি দুই পুত্রসহ স্ত্রী রেখে গিয়েছেন। মৃত্যুর খবর বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ে আপামর জনগণের মনে। এক সুখের ছায়া নেমে এসেছে। প্রত্যেকেই উনাকে একনজর দেখার উদ্দেশ্যে ভিড় জমিয়েছেন সিপাহীজেলা জেলা কার্যালয়ে। প্রথমে উনাকে নিয়ে আসেন বিশালগড় ব্লকে, সেখানে থেকে সোজা নিয়ে আসেন বিশালগড় মন্ডল কার্যালয়ে।

সেখানে উনাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন বিশালগড় মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব, সিপাহীজেলা জেলা সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ, বিশিষ্ট সমাজসেবী নিতাই চৌধুরী, সিপাহীজলা জেলা সদস্য বিশ্বজিৎ সাহা,সিপাহীজলা জেলা যুব মোর্চা সভাপতি নবাদুল বণিক, বিশালগড় মন্ডল যুব মোর্চা সভাপতি অনুরাগ চক্রবর্তী সহ মন্ডল মহিলা মোর্চা সভাপতি রুমা সাহা এবং বিজেপির সমস্ত কার্য কর্তারা।

এখান থেকে উনার মরদেহ সোজা চলে নিয়ে যাওয়া হয় উনার নিজ বাসভবনে।সেখান থেকে সোজা লক্ষ্মীবিল মহাশ্মশানে নিয়ে উনার শেষকৃত্য কার্য সম্পন্ন করা হয়। তবে এই একনিষ্ঠ কার্যকর্তা বিশ্বজীত বনিক কে বিজেপি কার্যকর্তারা ভুলছে না ভুলবে না এমনটাই আশা ব্যাক্ত করেন বিশালগড় মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব, এবং উনার দেখা পথে পাথেয় করে চলতে সমস্ত বিজেপি কার্যকর্তাদের জন্য আশীর্বাদ করেন এই আশাই রাখেন বিশালগড় মন্ডল।

আনন্দময়ী রোটারি ক্লিনিক এর উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। রবিবার রাজধানী আগরতলা শহরের আনন্দময়ী আশ্রম এ আনন্দময়ী রোটারি ক্লিনিক এর উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের ৩০জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। উদ্যোক্তারা জানান বর্তমানে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে রাজ্যের ব্লাড ব্যাংক গুলোতে রক্তের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। রক্তের অভাবে চিকিৎসা পরিষেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এসব কথা মাথায় রেখেই, আনন্দময়ী রোটারি ক্লিনিকের উদ্যোগে রবিবার আনন্দময়ী আশ্রম এ স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এটি সামাজিক দায়িত্ববোধের অন্যতম নজির বলেও তারা উল্লেখ করেন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই এদিন রক্তদান শিবির সংগঠিত করা হয়। আগামী দিনেও এধরনের রক্তদান শিবিরে তারা শামিল হতে বদ্ধপরিকর বলে জানিয়েছেন।

প্রমোদনগর সিনিয়র মাদ্রাসায় বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ জুলাই।। বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও ভিলেজ এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির কর্মসূচি চলছে। রবিবার দুপুর ১২ ঘটিকার সময় প্রমোদনগর সিনিয়র মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির। উপস্থিত ছিলেন বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রতিশ চৌধুরী, এমপিএস মিলন দেববর্মা, ল্যাব টেকনিশিয়ান শতরুপা দাস, এম পি ডব্লিউ কৃষ্ণচন্দ্র দেববর্মা, কিশান সরকার প্রমূখ। বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরে এলাকার জাতি-উপজাতি অংশের মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। রোগীদের পরীক্ষা করার পর ফ্রি ঔষধ প্রদান করা হয়। ডা: রতিশ চৌধুরী জানান এই স্বাস্থ্য শিবিরে ৩৭ জন রোগীর পরীক্ষা করার পর ঔষধ প্রদান করা হয়েছে। ১৪ জন রোগীর সোয়াব কালেকশন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। পর্য্যায়ক্রমে পাথালিয়াঘাট এবং গুলিরাইবাড়িতেও এই ধরনের বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির করা হবে বলে জানান তিনি। বিশিষ্ট জনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রমোদনগর সিনিয়র মাদ্রাসা পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান কাঞ্চন মিয়া, বিশিষ্ট সমাজসেবী আরব আলী, নুরুল ইসলাম, প্রমোদনগর সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা জাকির হোসাইন প্রমুখ।

যুবতীকে ধর্ষণ গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ জুলাই।। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস এবং ধর্ষণের পর প্রতারণার অভিযোগে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এক প্রতারককে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় উত্তর মহারানী পুরের এক যুবক মোহর ছড়ার এক যুবতীর সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে তোলে। প্রনয়ের সুবাদে যুবকটি,-যুবতীর বাড়িতে আসা যাওয়া করত এমনকি সহবাস করেছে। যুবতীটি তার প্রেমিকের কাছে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানালে সে যাবতীয় সম্পর্ক অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই যুবতীর পরিবার ওই প্রতারক যুবকের বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ওই প্রতারক যুবককে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তাকে জেলা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

বিশালগড়ে নেশা কারবারি পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। লকডাউন চলাকালেও নেশা কারবারিরা নানা কৌশলে তাদের নেশা কারবার অব্যাহত রেখেছে। বিশালগড় থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে বিশালগড় এর নোয়াপাড়ায় এক নেশা কারবারিকে জালে তুলতে সক্ষম ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনায় আক্রান্ত অনুপম খেরের মা

মুম্বই, ১২ জুলাই (হি. স.): করোনায় আক্রান্ত অনুপম খেরের মা দুলারী। রবিবার সকালে টুইট করে এই খবর জানিয়েছেন অনুপম খের স্বয়ং। পাশাপাশি বলিউডের বর্ষীয়ান এই অভিনেতা এও জানিয়েছেন যে তার ভাই, বৌদি এবং ভাইজি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। বর্তমানে মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ের কোকিলা বেন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অনুপম খেরের মা। জানা গিয়েছে তার মায়ের শরীরে করোনার সামান্য লক্ষণ ধরা পড়েছে।

নিজের অনুরাগীদের আশ্বস্ত করে অনুপম খের জানিয়েছেন যে তিনি নিজেও করোনা পরীক্ষা করিয়েছিলেন। কিন্তু রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে শনিবার রাতে দেশবাসীকে চমকে দিয়ে বলিউডের বাদশা অমিতাভ বচ্চন জানান যে তিনি নিজে ও তাঁর পুত্র অভিষেক বচ্চন করোনা আক্রান্ত। এরপরই শোরগোল পড়ে যায়। অমিতাভ বচ্চনের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে টুইট করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিটি বাড়িতে করা হবে স্ক্রীনিং, বড় ঘোষণা যোগী আদিত্যনাথের

লখনউ, ১২ জুলাই (হি. স.): উত্তরপ্রদেশে করোনা মোকাবিলায় নেওয়া হচ্ছে একের পর এক পদক্ষেপ।ইতিমধ্যেই রাজ্যে তিনদিনের লকডাউন চলছে। এরই মধ্যে প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে করোনা স্ক্রীনিং ও পরীক্ষা করা হবে বলে রবিবার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রবিবার এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, উত্তর প্রদেশ প্রতিদিন ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করা হচ্ছে।প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে স্ক্রীনিং করানো হবে। স্ক্রীনিং প্রক্রিয়া চলাকালীন কারো শরীরে যদি করোনার লক্ষণ ফুটে ওঠে। তবে তার পরীক্ষার করা হবে।চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ থাকা যায়। উত্তর প্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব ওয়ানিশ অবস্থি জানিয়েছেন, মেডিকেল ছয়ের পাতায় দেখুন

করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালের বেহাল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ জেলা পরিষদ সভাধিপতির

করিমগঞ্জ (অসম), ১২ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালের মূল ভবনটিকে কোভিড-১৯ হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছে। জেলার করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসা বর্তমানে এখানেই চলছে। অন্যদিকে জেলার সাধারণ রোগীদের জন্য কোভিড হাসপাতালের পার্শবর্তী নতুন আরেকটি ভবনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা চলছে ওই নতুন ভবনে। তবে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে একটু জটিল কোনও রোগী চিকিৎসার জন্য গেলে তাঁদের নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না কোনও ডাক্তার। এই সকল রোগীদের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দেন করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালের চিকিৎসকরা। এমনই অভিযোগ উঠেছে এই হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে।

হাসপাতালে বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসক থাকলেও, বেশিরভাগ চিকিৎসক প্রাইভেট প্র্যাকটিসেই ব্যস্ত থাকারও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। হাসপাতালে আগত রোগীদের প্রতিও চিকিৎসকরা যত্নবান না হওয়ার অভিযোগ আছে। এ ধরনের অভিযোগ অবশ্য নতুন নয়। চলতি বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি হাসপাতালের চিকিৎসক বিক্রমজিৎ সিনহার গাফিলতির কারণে শহরের এক প্রাক্তন শিক্ষিকা নন্দিতা দত্তকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এ ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

জেলাবাসীর চিকিৎসার একমাত্র ভরসাস্থল করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালের অব্যবস্থার অভিযোগ পেয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি আশিষ নাথ হাসপাতাল পরিদর্শনে যান। তিনি প্রতিটি ওয়ার্ডে গিয়ে রোগীদের খোঁজখবর নিয়ে, তাঁদের অভাব অভিযোগ শুনেন। হাসপাতাল পরিদর্শন করে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আশিস বলেন, যেহেতু করোনা অতিমারির কারণে খুব তড়িঘড়ি এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাই কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। তবে রোগীদের প্রতি যত্নশীল হওয়া ছাড়াও অকারণে রোগীদের শিলচরে রেফার না করার জন্য চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তিনি।

আশিস নাথ আরও জানান, তিনি পর্যায়ক্রমে গ্রামাঞ্চলের হাসপাতালগুলোর চিকিৎসা পরিষেবার বাস্তবিকতা অনুধাবন করতে পরিদর্শনে যাবেন। রাজ্য সরকার হাসপাতালগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণে ওষুধ সরবরাহ করছে। তাই গ্রামের মানুষ যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন তা তিনি খতিয়ে দেখবেন বলেও জানান।

জম্মু-কাশ্মীরে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে নিকেশ এক জঙ্গী

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (হি. স.): উত্তর কাশ্মীরের সোপরে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ এক জঙ্গি। জঙ্গি দমন অভিযান এখনও চলছে বলে জানা গিয়েছে। রবিবার ভোরে গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে উত্তর কাশ্মীরের সোপরে রেব্বানে যৌথ অভিযান চালায় রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। সামরিক পরিভাষায় এই ধরণের তল্লাশি অভিযানকে কর্ডন এন্ড সার্চ অপারেশন বা কেসো বলা হয়। অর্থাৎ গোটা এলাকাটি ঘিরে ধরে অভিযান চালানো। রেব্বানে এলাকাটিকে পুরো ঘিরে ধরে প্রবেশের পথ বন্ধ করে দিয়ে এবং ইন্টারনেট পরিষেবা বিচ্ছিন্ন করে চিরুনি তল্লাশি চালাতে থাকে নিরাপত্তা বাহিনী।সেই সময় লুকিয়ে থাকা জঙ্গিরা জওয়ানদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে।পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় জওয়ানরা। শুরু হয় দুই তরফের তুমুল গুলির লড়াই।সংঘর্ষে নিহত হয় এক জঙ্গি।শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দুই তরফের সংঘর্ষ এখনো চলছে।স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।জঙ্গি মোকাবিলায় মোতায়েন করা হয়েছে বাড়তি বাহিনী।

নিজেকে আইসোলেশন করলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল

মুম্বই, ১২ জুলাই (হি. স.): মহারাষ্ট্রের রাজভবনের ১৬ জন কর্মীর শরীরে মিলেছে করোনা সংক্রমণ। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরই নিজেকে আইসোলেশন করলেন রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারি। ওই ১৬ জন কর্মী সংস্পর্শে আসাদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে। সবমিলিয়ে রাজভবনের ১০০ জনের শরীরে করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এরমধ্যে ৫৫ জনের রিপোর্ট এসেছে।যার মধ্যে ১৬ জন কর্মীর শরীরে মিলেছে করোনা।এদিন, রবিবার বিকেলে আরও ৪৫ জনের রিপোর্ট বিকেলে আসবে।এই খবর পাওয়া মাত্রই মুম্বই নগর নিগমের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছে কাজ শুরু করে দেয়।সিলড করে দেওয়া হয়েছে গোটা রাজভবন। গোটা মহারাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ২,৩৮,০০০। সুস্থ হয়ে উঠেছে ১,৩৩,০০০।

ওডিশায় বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

ভুবনেশ্বর, ১২ জুলাই (হি. স.): উপকূলবর্তী রাজ্য ওডিশায় ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা সংক্রমণ।বিগত ২৪ ঘণ্টায় এই রাজ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৫৯৫ জন।ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩১২১।ওডিশায় সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৪৬৭৭। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৮৩৬০।নিহত ৬৪।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গোটা দেশে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৮৬৩৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। নিহত ৫৫১। দেশজুড়ে সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৪৯৫৫৩। প্রসঙ্গত ওডিশায় করোনার বাড়বাড়ন্ত পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পরিযায়ী শ্রমিকেরা। এর জন্যই ছড়িয়ে পড়ছে করোনা। রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিত্য চলছে পরীক্ষার কাজ।

বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন তেহরিকে - ই - হুরিয়েতের চেয়ারম্যানকে আটক করল পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (হি. স.): বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন তেহরিক-ই-হুরিয়তের চেয়ারম্যান মহম্মদ আশরফ সহরাইকে আটক করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। রবিবার সকালে তার বাসভবনে গিয়ে পুলিশ তাকে আটক করে। জানা গিয়েছে এই তেহরিক-ই-হুরিয়তের সর্বেসর্বা ছিলেন সৈয়দ আলি শাহ গিলানি।তার পদত্যাগের পরেই সংগঠনের চেয়ারম্যান পদে বসেন মহম্মদ আশরফ সহরাই। মনে করা হচ্ছে কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতার বার্তা ছড়ানোর অপরাধের জন্যই মহম্মদ ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনেবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।